সেপ্টেম্বর ২০১৫, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

নবীন কর্মকর্তারা এখন অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন যেগুলো আমাদের সময়ে কল্পনাও করা যেত না। এখন অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করছে।

মোঃ নূরুল ইসলাম
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক

স্মৃতিময় দিনের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ নূরুল ইসলাম। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে যোগদান করেন এবং ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি হতে অতিরিক্ত পরিচালক (উপমহাব্যবস্থাপক) হিসেবে অবসরে যান। প্রবীণ এ কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় উঠে আসে ব্যাংকে তাঁর চাকরিজীবন ও কর্মকালীন নানা অভিজ্ঞতার কথা।

আপনার চাকরিজীবনের শুরুর দিকের কথা কিছু বলবেন কি ?

আমার কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতা দিয়ে। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগ থেকে পড়াশোনা শেষ করে লক্ষ্মীপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করি। এরপর ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করি। আমি ছিলাম গবেষণা বিভাগের কর্মকর্তা। তখন গবেষণা বিভাগ তথা পুরো বাংলাদেশ ব্যাংকেই প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কম ছিলেন। অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। আমরা সবাই মিলে একটি পরিবারের মতো কাজ করতাম। সংখ্যায় কম হওয়ায় সবাই সবাইকে চিনতাম এবং সবার সুখ-দুঃখের খোঁজখবর রাখতাম। সিনিয়র কলিগদের সাথেও আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই-

স্ত্রী এবং দুই সন্তান নিয়ে আমার পরিবার। আমি স্ত্রীসহ লক্ষ্মীপুরে বসবাস করি। আমার একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। তারা দুইজনই বিবাহিত। ছেলেমেয়েরা প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। আমিও সুযোগ পেলে ঢাকায় তাদের বাসায় বেড়াতে আসি। এভাবেই ঢাকা এবং লক্ষ্মীপুর মিলে কেটে যাচ্ছে আমার সময়।

'দীর্ঘ তিন দশকে সুখস্মৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি না পাওয়ার বেদনাও রয়েছে'- মোঃ নূরুল ইসলাম

আপনার বর্তমান জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন-

চাকরি থেকে অবসর নেবার পর আমার বেশিরভাগ সময় কাটে গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে। আমার এলাকায় প্রায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং কয়েকটি মাদ্রাসা রয়েছে। আমি অবসর সময়ে এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নিই। এছাড়াও আমি বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজের গভর্নিং কমিটির সদস্য। এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান উন্নয়নে সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করাই আমার বর্তমান দায়িত্ব। আমি কাজটি খুব উপভোগ করি এবং শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার এ মহতী উদ্যোগে শামিল হতে পেরে গর্ববোধ করি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন কোনো সুখকর স্মৃতি মনে পড়ে কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের দীর্ঘ কর্মজীবনে অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে। দীর্ঘ তিন দশকে সুখস্মৃতি যেমন রয়েছে, তেমনি না পাওয়ার বেদনাও রয়েছে। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে বনানী কোয়ার্টারে থাকাকালীন স্মৃতি। আমি ছিলাম বনানী কোয়ার্টার সমিতির সেক্রেটারি। আমরা তখন বনানী কোয়ার্টারে নানা রকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন ছিল তেমনি ছিল ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান।

মনে পড়ে একবার বেশ বড় পরিসরে বনানী কোয়ার্টারে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান তখন এ অনুষ্ঠান আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তৎকালীন গভর্নর অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সবাই খুব আন্তরিকতা ও উৎসাহের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন।

ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন-

নবীন কর্মকর্তারা এখন অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন যেগুলো আমাদের সময়ে কল্পনাও করা যেত না। এখন অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করছে। তারা তাদের প্রতিভা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব। আমি বিশ্বাস করি বর্তমানে দেশে ও দেশের বাইরে যেসব প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে সেগুলো কর্মকর্তাদের দক্ষ হতে সহায়তা করবে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশ্বমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত করবে বলে আশা রাখি।

সততা ও কর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে নিরলস পরিশ্রম করলে নবীন কর্মকর্তারা এ পেশায় উন্নতি করতে পারবেন। তাদেরকে মনে রাখতে হবে বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বিপুল সম্মানের অধিকারী। এই সম্মান বজায় রাখার জন্য তাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। এটাই আমার প্রত্যাশা। সেসাথে কর্মকর্তাদের সততা আর সুন্দর ব্যবহার সবার কাছেই কাঙ্ক্ষিত ও প্রশংসনীয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ উপদেষ্টা
ম. মাহফুজুর রহমান

■ সম্পাদক
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ বিভাগীয় সম্পাদক
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
ইন্দ্রাণী হক
মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

■ গ্রাফিক্স
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ আলোকচিত্র
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

জাতীয় শোক দিবসে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানা কর্মসূচি

জাতীয় শোক দিবস নিয়ে আলোচনা সভা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ২০ আগস্ট ২০১৫ এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, দেশের কৃষি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও পররাষ্ট্রনীতি বিনির্মাণে আমাদের স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সোনার বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এখন মডেল বলেও জানান কৃষিমন্ত্রী। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, ১৬ই ডিসেম্বরের আগ মুহূর্তে শত্রুরা এই মতিঝিলেই ব্যাংকের সব টাকা পুড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যাংকে টাকা নেই, গুদামে চাল নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ছিল। দেশে রিজার্ভ তখন একেবারে শূন্য। সেসময় বঙ্গবন্ধুকে প্রাচীন বিনিময় প্রথায় বহির্বিশ্বের সাথে লেনদেন করতে হয়েছিল। এমন শূন্য হাতে বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। কোনো আবেদন, আন্দোলন, শ্লোগান ছাড়াই একসাথে ৪২ হাজার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষককে সরকারি মর্যাদা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। একইসাথে কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেন, এমনকি পাকিস্তান আমলের সব ঋণ ও খাজনা মাফ করে দেন। জ্বালানি ও সেচের ব্যবস্থা সরকারের কাঁধে তুলে নেয়াসহ মানুষের জন্য এমন অসংখ্য দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেয়া শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুর কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষিতে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল তার ফলে

আলোচনা সভায় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন

আজ দেশের কৃষিখাত শক্তিশালী হয়েছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে কৃষকবান্ধব কৃষি উৎপাদন ও সহযোগী কৃষি ঋণ, কৃষি সম্প্রসারণ নীতিমালা প্রয়োগের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটে গেছে। বঙ্গবন্ধুর কৃষি-ভাবনার আলোকে বর্তমান সরকারের গৃহীত কল্যাণধর্মী ও কৃষকবান্ধব উন্নয়ন নীতি-কৌশলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রকৃত কৃষক, বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এছাড়াও ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালকগণ এবং ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি আলহাজ্ব শুক্কুর মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিবিএ সভাপতি মোঃ কামাল মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল হক উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোক দিবস স্মরণে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস স্মরণে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি ২০ আগস্ট ২০১৫ ব্যাংক চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়াও ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান এবং ম. মাহফুজুর রহমান, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট- ১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের, গভর্নর সচিবালয়ের মহাব্যবস্থাপক এস. এম. রবিউল হাসান, নিরাপত্তা শাখার মহাব্যবস্থাপক লেঃ কঃ (অবঃ) মোঃ মাহমুদুল হক খান চৌধুরী (পিএসসি), সিবিএ সভাপতি মোঃ কামাল মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল হক উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য রক্ত দিয়ে গেছেন; তিনি জাতীয় বীর। তাঁর স্মরণে আজ আমরা বিশেষ এ রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছি। জাতির পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে গভর্নর বলেন, বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। হ্যাঁ, এটা ঠিক তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন; তবে তা শারীরিক মৃত্যু। বঙ্গবন্ধু আজও আমাদের মাঝে বিরাজমান; তিনি রয়েছেন আমাদের চিন্তায়, আমাদের কর্মে, আমাদের দর্শনে। গভর্নর আরও বলেন- বঙ্গবন্ধু কেবল একটি নাম নয়, বঙ্গবন্ধু হলো বাংলাদেশ শব্দেরই আরেকটি প্রতিশব্দ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়

জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটির দোয়া মাহ্‌ফিল ও গণভোজ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট ২০১৫ তারিখে জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটির উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিশেষ দোয়া মাহফিল ও গণভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের শোক দিবস পালন কমিটির আহ্বায়ক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঞাঁ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মুক্তির প্রতীক। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতীয় চেতনা ও ঐক্যের প্রতীক। তিনি কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর নন, ১৬ কোটি বাঙালির আত্মার আত্মীয়। তিনি সর্বযুগের শিক্ষক, স্থপতি এবং সকলের নেতা বলে ডেপুটি গভর্নর উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোঃ দিদার আলী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

ডেপুটি গভর্নর দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন

কেন্দ্রীয় উপকমিটির সহসম্পাদক আব্দুল মতিন ভূঞাঁ, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা শেষে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন কল্যাণ সমিতির দোয়া মাহ্‌ফিল ও আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন কল্যাণ সমিতি, মিন্টো রোড, ঢাকার উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ২০১৫ জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে মিন্টো রোডস্থ ব্যাংক ভবন আঙ্গিনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল কালো ব্যাজ ধারণ ও তবারক বিতরণ। ১৫ আগস্ট অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ভবন কল্যাণ সমিতির সভাপতি নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। সভায় বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, নেতৃত্ব, আদর্শ সর্বোপরি মানবিক গুণাবলি নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা ও মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী; অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সহসভাপতি উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজীব। অনুষ্ঠানে ব্যাংক ভবন কল্যাণ সমিতির সকল সদস্য, তাঁদের পরিবার এবং ব্যাংক ভবনে কর্মরত সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক। আলোচনা শেষে দোয়া মাহ্‌ফিল পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম ফজলুর রহমান।

বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতির আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতি এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী এবং মোঃ আবদুর রহিম।

সভায় ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন একাধারে অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ ও রণকৌশলী। তিনি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং সকলের নেতা। তিনি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় সমিতিকে একটি আধুনিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ডেপুটি গভর্নর আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের চেতনার প্রতীক। তাঁর আদর্শ চির অম্লান। সেই আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়াও তিনি বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য লাভের বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতির সভাপতি গাজী সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত

বঙ্গবন্ধুর সাহচর্য লাভের স্মৃতিচারণ করছেন ডেপুটি গভর্নর

বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক মোঃ রজব আলী। এছাড়া সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স কাউন্সিল, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ব্যাংক ক্লাব, অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং মোনাজাত করা হয়। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

২০১৫-১৬ প্রথমার্ধের

মুদ্রানীতি ঘোষণা

নতুন অর্থবছরের (২০১৫-১৬) প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৩০ জুলাই ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে গভর্নর ড. আতিউর রহমান জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা। এছাড়াও প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্কি, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণসহ গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গভর্নর ড. আতিউর রহমান অন্যান্য অতিথিকে সাথে নিয়ে 'Monetary Policy Statement' বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন। স্বাগত বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবারের মুদ্রানীতিকে বাস্তবসম্মত ও বিনিয়োগবান্ধব বলে মন্তব্য করেন।

এরপর গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেন। এসময় তিনি বলেন, বিগত অর্থবছরের মুদ্রানীতি ভঙ্গির প্রত্যাশা ও প্রকৃত অর্জনগুলো পর্যালোচনার পাশাপাশি বরাবরের মতো এবারও বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়িক সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের মতামত নিয়ে নতুন অর্থবছরে মুদ্রানীতি কার্যক্রম এবং অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি ভঙ্গি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশজ উৎপাদনের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ২০১৫ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রার নিচে দাঁড়ালেও আগের অর্থবছরের ৬.০৬ শতাংশের চেয়ে অনেকটা উচ্চতর এবং আমাদের মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রের প্রক্ষেপণের কাছাকাছি ৬.৫১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এটা পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক

মুদ্রানীতি বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন পর্বে গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

অস্থিরতাজনিত বিঘ্ন না থাকলে প্রবৃদ্ধি আরও উচ্চতর হতো। এসময় গভর্নর উল্লেখ করেন, বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধারা থেকে অনেকটা উচ্চতর অভ্যন্তরীণ দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার বিগত বেশ কয়েক বছর বজায় থাকায় ২০১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। এর একটি হলো নিম্ন আয়ের অর্থনীতির দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং অন্যটি ওইসিডি (OECD) দেশগুলোর রপ্তানি অর্থায়ন পাওয়ার উপযুক্ততার মান উন্নীত হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ছাড়া অন্য সব দেশের চেয়ে শ্রেয়তর শ্রেণিমান অর্জন। নতুন এই মাইলফলকগুলোর পাশাপাশি ২০১৫ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতির সুদৃঢ় স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে প্রবৃদ্ধি এবং দ্রুততর দারিদ্র্য মোচনের ধারা অব্যাহত ও বলিষ্ঠভাবেই গতিশীল রয়েছে। এছাড়া, প্রবৃদ্ধির ধারা আরও জোরালো করার উপযুক্ত ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে।

মুদ্রানীতি ঘোষণার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জন্য সভা উন্মুক্ত করা হয়। এসময় মুদ্রানীতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেন গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং অ্যাডভাইজারবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পালের ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে গেস্টহাউজ ও ডরমিটরির উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথমবারের মতো টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে শাখা অফিসে দুটি স্থাপনার উদ্বোধন ও শিলান্যাস কার্যক্রম ২৩ জুলাই ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বগুড়া অফিসে একটি আধুনিক গেস্টহাউজের উদ্বোধন ও খুলনা অফিসের একটি ডরমিটরির শিলান্যাস করেন। প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ ও ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ। টেলিকনফারেন্সে অংশ নিতে নিজ নিজ অফিসের পক্ষে বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক ও খুলনার নির্বাহী পরিচালকসহ দুই অফিসের উচ্চপদস্থ

টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে গভর্নর গেস্টহাউজ ও ডরমিটরির উদ্বোধন করেন

কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও পরিচালনায় ছিলেন কমন সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনলাইনে বক্তব্য রাখেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী। তিনি টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এ উদ্বোধন ও শিলান্যাস কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নানামুখী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণে বাংলাদেশ ব্যাংক আজ আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিয়তই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ও আধুনিক রূপ নিচ্ছে। আর তারই এক দৃষ্টান্ত খুলনার রূপসাস্থ ছয়তলা বিশিষ্ট আধুনিক ডরমিটরির শিলান্যাস বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো যত আধুনিক হবে কাজও তত দ্রুত এবং মানসম্পন্ন হবে। মূলত বাসস্থান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং প্রত্যেক কর্মীর স্বাস্থ্য ও আধুনিক মনন তৈরির জন্যই এ গেস্টহাউজ ও ডরমিটরি নির্মিত হচ্ছে। গভর্নর তাঁর বক্তব্যে এসকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে সর্বত্রই আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। আজ আমরা প্রধান কার্যালয়ে বসেই অর্থ, পরিশ্রম ও সময় বাঁচিয়ে দুটি স্থাপনার উদ্বোধন ও শিলান্যাস করতে পারছি। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, আমাদের ভেতরের-বাইরের কর্মপরিবেশ আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি। সে সূত্র ধরেই আজ বগুড়া অফিসে একটি আধুনিক গেস্টহাউজ ও খুলনা অফিসে একটি আধুনিক ডরমিটরি উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। যা আমাদের কর্মকর্তাদের কাজের গতিতে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, আমরা যে দিন দিন আধুনিক হচ্ছি আর কাগজ ছেড়ে অনলাইনমুখী হচ্ছি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে এ স্থাপনাগুলোর উদ্বোধন। এ কাজে জড়িতদের ধন্যবাদ জানিয়ে সামনের দিনগুলোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আরও ইতিবাচক পরিবর্তনের সাক্ষী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা

২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ জুলাই ২০১৫ তারিখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করে। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ নীতিমালা ঘোষণা করেন। ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীসহ গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নতুন অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ঘোষণাকালে গভর্নর বলেন, কৃষি আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি ও উৎপাদনশীল খাত। এখনো আমাদের দেশের অধিকাংশ পরিবার সরাসরি কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত। কৃষি ও পল্লি খাতের উন্নয়ন আমাদের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরপর দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল যেখানে এক কোটি ১০ লাখ টনের মতো, সেখানে এই খাদ্য উৎপাদন সাড়ে তিনগুণ বেড়ে বর্তমানে প্রায় চার কোটি টনে উন্নীত হয়েছে।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান আরও বলেন, সরকারের কৃষি ও কৃষকবান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে এবং সংশ্লিষ্টদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ১৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৫.৫ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের (২০১৪-১৫) কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং কর্মসূচির মূল দিকগুলো ঠিক রেখে কয়েকটি নতুন বিষয় এ নীতিমালায় সংযোজন করা হয়েছে উল্লেখ করে গভর্নর জানান, কৃষি ও পল্লি ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লি এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদের ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান, নেপিয়ার ঘাস, ক্যাপসিকাম চাষ, আম ও লিচু চাষে ঋণ প্রদানে নির্দেশনা, উদ্ভাবিত নতুন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা দেয়ার বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী কৃষকবান্ধব ঋণ ও কৃষির উন্নয়নে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নেয়ায় সব সময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেয়ার জন্য গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে '২০১৫-১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি' বিষয়ক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উদ্যোগে ১৩ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি মিলনায়তনে 'নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট সম্মেলন ২০১৫' অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসে গঠিত নারী উদ্যোক্তা ইউনিটের প্রধান কর্মকর্তা, এসএমই প্রধান এবং সকল ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধানদের নিয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী, বিবিটিএ'র ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল মোঃ গোলাম মোস্তফা, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলী রেজা ইফতেখার, বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আসাদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট সম্মেলনে গভর্নর বক্তব্য রাখছেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বৃহৎ পরিসরে নারীদেরকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নারীদের স্বকর্মসংস্থান ও উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ নারী উন্নয়নে নিবেদিত সরকারি ও বেসরকারি খাতের স্টেকহোল্ডারগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গভর্নর ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) খাতের নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্য বিপণনের জন্য 'ফ্রাইডে মার্কেট' চালুর প্রস্তাব করেন। তিনি দেশের নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থান নির্ধারণের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে Training Incubator স্থাপনে যৌথভাবে কাজ করার জন্য বিবিটিএ ও বিআইবিএমকে অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে শহর ও মফস্বল অঞ্চলে বেসরকারিভাবে গড়ে উঠা ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোকে এসএমই অর্থায়ন খাতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় 'আমার দেশ আমার গ্রাম' এর উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিপণন সহায়ক SME e-shop এর Mobile Applications উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে নারীদের সম্পৃক্ত করা ছাড়া আমাদের বিকল্প নেই। তিনি নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সরকারি সংস্থাসমূহের মতো বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে নারী উদ্যোক্তাদের সংগঠনগুলো এসব তথ্য সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি দেশে একটি উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে সামগ্রিকভাবে কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি রিপোর্ট ২০১৪ এর মোড়ক উন্মোচন

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট- ২০১৪' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরীর সভাপতিত্বে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী ও আহমেদ জামাল, চিফ ইকনোমিস্ট ড. বিরূপাক্ষ পাল এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্ত্তী।

স্বাগত বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০১৪ এর মূল উদ্দেশ্য এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরেন। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকগুলো পর্যাপ্ত প্রভিশন রাখায় এ খাতের নিট আয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেলেও ঝুঁকি সহনক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক খাতে নতুন সংযুক্ত ব্যাংকসমূহ পরিচালনের ফলে ব্যাংকিং খাতে সম্পদের পুঞ্জিভবন ধীরে ধীরে কমে আসছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে নিরাপদ তরল সম্পদে অপেক্ষাকৃত বেশি বিনিয়োগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথাগত সুপারভিশন হতে আরও বিশ্লেষণধর্মী ও সমন্বিত সুপারভিশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক আগাম সতর্কতামূলক সুপারভিশন হাতিয়ার হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল প্রজেকশন মডেল, ইন্টারব্যাংক ট্রানজেকশন ম্যাট্রিক্সসহ কিছু নতুন ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল হাতিয়ার (tools) প্রচলন করতে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাছাড়া, সম্প্রতি গৃহীত আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহের সমন্বিত সুপারভিশন কৌশল বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে আরও শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গভর্নর তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থা ২০১৪ পঞ্জিকা বছরে সার্বিকভাবে স্থিতিশীল ও অভিঘাত সহনক্ষম ছিল। সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োচিত নীতিমালা প্রণয়ন ও গৃহীত পদক্ষেপের কারণেই নানা প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের আর্থিক খাত সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর পাশাপাশি গড়ে ৬.১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। একই সাথে সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সব সূচকে অগ্রগতির ধারা বজায় রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়ে ২৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে যা বিগত ৪০ বছরের ইতিহাসে রেকর্ড রিজার্ভ এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১,৩১৪ মাঃ ডঃ এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের স্বনামধন্য রেটিং এজেন্সিগুলো (এসএন্ডপি ও মুডি'স) টানা ছয়বার আমাদের আর্থিক খাতের স্থিতিশীল অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া, প্রথমবারের মতো ফিচ্ রেটিং এজেন্সিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে 'স্থিতিশীল' বলে আখ্যায়িত করেছে। ওইসিডি'র কান্ট্রি রেটিংয়ের সূচকেও উন্নতি ঘটেছে। উন্নয়নশীল অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকি মোকাবেলায় সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবেশবান্ধব টেকসই খাতগুলোতে অর্থায়ন উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দেশের আনাচেকানাচে জনগণের কাছে কম মূল্যে এবং দ্রুততার সাথে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং সেবা পৌঁছাতে 'এজেন্ট ব্যাংকিং' গাইডলাইন জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি 'অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন পলিসি' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এছাড়াও, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের বার্ষিক সামাজিক দায়বদ্ধতা তথা সিএসআর বাজেটের ১০ শতাংশ নিজস্ব জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলের জন্য বরাদ্দ রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ড. আতিউর রহমান আরও বলেন, গত কয়েক বছরে আর্থিক খাতের সুপারভিশন ও রেগুলেশনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটি বড় অংশ মূলধনে স্থানান্তর, পুনঃমূলধনীকরণ ও প্রভিশন ঘাটতি কমাতে ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। তিনি বলেন যে, আগামী বছরগুলোতে ব্যাংকগুলোকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিজনেস মডেল প্রচলনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হতে পারে। ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ও নাজুকতা নিরূপণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আধুনিক হাতিয়ার প্রচলন করা হয়েছে এবং এসব হাতিয়ার আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ব্যাংকের সুশাসন এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন কয়েকটি পরিদর্শন বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বিভাগগুলো বৈদেশিক উৎস থেকে নেয়া ঋণ ও পুনঃঅর্থায়নসহ ঋণের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করার দিকে নজর রাখবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব উদ্যোগ আগামী দিনগুলোতে সার্বিকভাবে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি উন্নত ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। সে সাথে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার দ্রুত সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সকলের নিরলস প্রয়াস চালানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রাহক পর্যায়ে খেলাপি ঋণ আদায় হারের সাথে ঋণ মঞ্জুরির যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো তেমন কোনো সিস্টেমিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়নি এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চরম পর্যায়েও তা ঘটেনি। তবে তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের আর্থিক খাত আরও উন্মুক্ত হলে যেসব অভিঘাত দেখা দিতে পারে তা মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রমাগত তার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে চলেছে। এরই মধ্যে আর্থিক খাতের সমন্বিত তদারকির কাঠামো প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ও নাজুকতা নিরূপণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আধুনিক হাতিয়ার, যেমন Bank Health Index ও HEAT Map, Contingency Planning and Bank Resolution Framework প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতির আলোকে ডমেস্টিক সিস্টেমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ব্যাংক (DSIBs) গুলোর আকার, কার্যপরিধি ও এদের আন্তঃসম্পর্কের কারণে ঝুঁকি কেন্দ্রীভূত হয়ে আর্থিক ব্যবস্থাকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলতে পারে বিধায় আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে তাদের চিহ্নিতকরণ কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। গভর্নর আরও বলেন, আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিষয়ক বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়ন বার্ষিক ভিত্তিতে তুলে ধরার পাশাপাশি সম্প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতেও প্রকাশ করা হচ্ছে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বছরের মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক ব্যবস্থার বিভিন্ন সূচকের গতিধারা এবং এর বিভিন্ন ঝুঁকি স্টেকহোল্ডারদের নিকট তুলে ধরে তাদেরকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করা।

অনুষ্ঠানে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী রিপোর্টটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেন। প্রথমেই তিনি বাংলাদেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় যে সব

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথম পর্ব সমাপ্ত

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্নকারী কর্মকর্তাদের সাথে গভর্নর

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০১৫ এর প্রথম ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠান ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান। এছাড়াও বিবিটিএ'র বিভিন্ন উইংয়ের মহাব্যবস্থাপক, অনুষদ সদস্য এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ডিরেক্টর ও একাডেমির মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক। তিনি ছয় মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের সার্বিক বিষয় তুলে ধরেন এবং ফলাফল ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী জেসমিন আক্তার, শারমিন আক্তার ও মোঃ রেজওয়ানুল কবীরকে ক্রেস্ট এবং ৮০% ও তদূর্ধ্ব নম্বরপ্রাপ্ত ৪৭ জনকে লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তৃতায় নবীন কর্মকর্তাদের সততা, নিষ্ঠা, মেধা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী প্রশিক্ষণার্থীদের দেশে বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি কে. এম. জামশেদুজ্জামান প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম মোস্তফা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্পোরেট ক্লায়েন্ট হিসেবে চিকিৎসা প্রাপ্তির চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিরত পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্পোরেট ক্লায়েন্ট হিসেবে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঢাকায় ব্যাংকের অর্থায়নে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করে মেডিকেল চেক-আপ করাতে পারবেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ও পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মধ্যে ২৪ জুন ২০১৫ একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল। দুই বছরের জন্য সম্পাদিত এ চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়াও কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিজস্ব অর্থায়নে মেডিকেল চেক-আপ করাতে চাইলে চুক্তিপত্রে বর্ণিত হারে চেক-আপ করাতে পারবেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল ও অন্যান্য অতিথি

চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাঁদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, বাবা ও মাকে পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লি. এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে ডিসকাউন্ট সুবিধা প্রদান করা হবে-

- যাবতীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্ট, যেমন- Blood, Urine & Stool ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২৫% ডিসকাউন্ট।
- ইমেজিং, যেমন- X-Ray, ETT, USG, MRI, Colour Doppler, CT Scan, Echo ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২০% ডিসকাউন্ট এবং
- Histopathology, যেমন- PCR, Labtest, ERCP, Colonoscopy, NCV/ EMG ইত্যাদির ক্ষেত্রে ১০% ডিসকাউন্ট ।

উল্লেখ্য, ডিসকাউন্ট সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ব্যাংকের আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।

ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট মনোনীত

মোহাম্মদ আবদুর রব

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ আবদুর রবকে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট মনোনীত করেছে। আবদুর রব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এ কর্মরত একজন সার্টিফাইড এন্টি মানিলন্ডারিং স্পেশালিস্ট। এপিজি চলতি বছর সদস্য রাষ্ট্র ভুটানের মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন প্রক্রিয়ার অন সাইট ভিজিট সম্পন্ন করবে এবং আগামী বছর মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে ভুটানের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধমূলক কাজের যথার্থতা পরীক্ষণের জন্য মোহাম্মদ আবদুর রবকে এপিজি কর্তৃক মনোনীত করা হয়েছে। তাঁকে ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, ম্যাকাও চায়না, ভারতের এক্সপার্ট এবং এপিজি'র প্রিন্সিপাল এক্সিকিউটিভ অফিসারের সমন্বয়ে গঠিত অ্যাসেসমেন্ট টিমে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০০ সাল হতে এপিজির মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম শুরু হয় এবং মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন টিমে বাংলাদেশের কোনো কর্মকর্তা হিসেবে একমাত্র আবদুর রবই ২০১০ সালে নেপাল এবং এবছর ভুটানের জন্য এক্সপার্ট/অ্যাসেসর হিসেবে মনোনীত হন।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ bank.parikroma@bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের সাথে গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির এ কে এন মিলনায়তনে ১ আগস্ট, ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও নাজনীন সুলতানা এবং বিবিটিএ প্রিন্সিপাল কে.এম. জামশেদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তফসিলি ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. আতিউর রহমান পুরস্কারপ্রাপ্তদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স আহরণে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সপ্তম ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গভর্নর জানান, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের মাধ্যমে গত জুন, ২০১৫ নাগাদ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। তিনি আরও বলেন, আপনাদের অবদানের স্বীকৃতি ও ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের কাছে রেমিট্যান্স সরাসরি পৌছানোর ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউজের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন, দেশি ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠায় নীতিমালা প্রণয়নসহ ২৭টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস, ডাকঘর ও সিঙ্গারের আউটলেট ও মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে রেমিট্যান্স বিতরণের অনুমতি প্রদানের সুবিধা তুলে ধরেন গভর্নর। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী পুরস্কারপ্রাপ্তদের জাতীয় বীর হিসেবে অভিহিত করে বলেন, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার একটি নিরাপদ উৎস। এটি ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও নাজনীন সুলতানা, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী ফরাশাত আলী ও রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. ফরিদউদ্দিন ও ইস্টার্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী রেজা ইফতেখার আহমেদ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে কয়েকজন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি যদি হুণ্ডিতে টাকা পাঠান, তাহলে আপনি দেশের জন্য অস্ত্র আর মাদক পাঠালেন। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিবেন, আপনি বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাবেন, নাকি মাদক আর অস্ত্র পাঠাবেন।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকিং চ্যানেলে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ২৬ জন রেমিটার, ৫ জন বন্ডে বিনিয়োগকারী এবং ২টি অনিবাসী বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউজকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ রেমিটার ও বন্ডে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই সংযুক্ত আরব আমিরাতে ব্যবসা করেন। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, রাশিয়া ও চিনে বসবাস-কারীরাও রয়েছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত এক্সচেঞ্জ হাউজের মধ্যে একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যটি ইতালিতে অবস্থিত।

আন্তঃব্যাংক পয়েন্ট অব সেল (পস) উদ্বোধন

দেশের আর্থিক খাতে ক্যাশবিহীন কেনাকাটা করতে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ বাংলাদেশের (এনপিএসবি) অধীনে আন্তঃব্যাংক পয়েন্ট অব সেল (পস) এর লেনদেন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। ১২ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে গভর্নর ড. আতিউর রহমান এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এর ফলে এখন থেকে এক ব্যাংকের পয়েন্ট অব সেল (পিওএস বা পস) এর মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের অনুমোদিত কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা বা অন্যান্য বিল পরিশোধ করা যাবে।

গভর্নর পস মেশিনে পণ্য কেনার মাধ্যমে সেবাটির উদ্বোধন করেন

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, আগে আন্তঃব্যাংক লেনদেন করতে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হতো, এতে অনেক অর্থ ব্যয় হতো। এখন তা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে করা যাবে এবং তা বিনামূল্যে। এতে একদিকে অনেক অর্থের সাশ্রয় হবে অন্যদিকে ক্যাশবিহীন লেনদেনের ফলে স্বচ্ছতা, জবাবাদিহিতা বাড়বে। গভর্নর দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এটিএম কার্যক্রম চালু ও প্রতি দশ টাকার অ্যাকাউন্টধারীকে ক্রেডিট কার্ড এবং শিশুদের হাতে ডেবিট কার্ড দেয়ার জন্য অন্য ব্যাংক নির্বাহীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে গভর্নর প্রধান কার্যালয়ের ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতির দোকান থেকে পস মেশিনে পণ্য কেনার মাধ্যমে এই সেবাটির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রাথমিকভাবে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচের অধীনে আন্তঃব্যাংক পয়েন্ট অব সেলের লেনদেন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এনপিএসের আওতাভুক্ত যেকোনো ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের সাহায্যে যে কেউ সহজেই পস ডিভাইসের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারবে। এটিএম, পিওএস, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের আন্তঃব্যাংক লেনদেনগুলোয় ক্লিয়ারিং ও সেটেলমেন্টের জন্য এনপিএসবি একটি কমন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ও এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে এএমএল/সিএফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ৮ আগস্ট ২০১৫ খুলনা অঞ্চলে অবস্থিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য এএমএল/সিএফটি বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড অব বিএফআইইউ মোঃ নাসিরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিএফআইইউয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবু জাফর এবং যুগ্মপরিচালক মোহম্মদ মাহবুব আলম এ অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে যোগদান করেন।

প্রধান অতিথি মোঃ নাসিরুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে কর্মশালা হতে অর্জিত জ্ঞান ও ধারণার আলোকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তার কাছে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরার পরামর্শ

প্রধান অতিথি মোঃ নাসিরুজ্জামান কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন

দেন। তিনি নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে আর্থিক খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান। এছাড়া, এপিজি কর্তৃক বাংলাদেশের তৃতীয় দফা মিউচুয়াল ইভ্যালুয়েশন আগামী অক্টোবরে সম্পন্ন হবে জানিয়ে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

ওয়ার্কিং পর্বে Overview & Legal framework of ML/TF, AML/CFT Compliance Requirements- Risk and Vulnerabilities & Reporting procedures, KYC Compliance Procedure এবং Responsibilities of BAMLCOs এর উপর বিএফআইইয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবু জাফর এবং যুগ্মপরিচালক মোহম্মদ মাহবুব আলম সেশন পরিচালনা করেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম লন্ডনের কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটে অনুষ্ঠিত মাল্টি স্টেকহোল্ডারস্ ফোরামে ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে রেমিট্যান্স, ডি-ব্যাংকিং ও সিএফটি রেগুলেশনের ওপর বক্তব্য রাখেন।

ঈদ পুনর্মিলনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

অধিকোষ সাহিত্য সংগঠনের ঈদ পুনর্মিলনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ৩১ জুলাই ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ছড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রতিযোগিতার 'ক' বিভাগে নোশিন নাওয়ার প্রাপ্তি, জিনাত ই জাহান জিনিয়া ও আসিফ ইকবাল জারিফ এবং 'খ' বিভাগে মোঃ মল্লিক হাবিবুল্লাহ, মোঃ সাইরুল ইসলাম ও বিপ্লব চন্দ্র দত্ত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও অধিকোষের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অধিকোষের সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন সজল অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অধিকোষের সদস্যসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন

সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তত্ত্বাবধানে এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের আয়োজনে ১ মে ২০১৫ টাঙ্গাইল জেলায় কার্যরত ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও বিএফআইইউয়ের অপারেশনাল হেড মোঃ নাসিরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে সময়োপযোগী জ্ঞান অর্জন এবং কর্মক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রতিফলনের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রতি

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অতিথি

আহ্বান জানান। তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে ব্যাংকিং খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে নিয়মিত নজরদারির উপর গুরুত্বারোপ করেন। ব্যাংকিং খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে বিএফআইইউয়ের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দিনব্যাপী আয়োজিত এ কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে বিএফআইইউয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবু জাফর এবং উপপরিচালক মোঃ রোকন-উজ-জামান উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা অফিস

গ্রন্থাগারের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম চালু

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের লাইব্রেরির উদ্যোগে এবং আইটিওসি-ডির সার্বিক কারিগরি সহায়তায় ২৯ জুলাই ২০১৫ খুলনা অফিসের গ্রন্থাগারের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম চালু হয়। এ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের লাইব্রেরির কর্মকর্তারা খুলনা অফিসের লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্যাটালগিং ও লিস্টিংসহ ডিজিটালাইজেশনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, প্রধান কার্যালয়ের মতো খুলনা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ই-লাইব্রেরির বিভিন্ন সেবা দিতেই ই-লাইব্রেরির ওরিয়েন্টেশন ও গ্রন্থাগারের ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবহারকারীগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ট্রানেট বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজ নিজ ইউজার আইডি ও ইনডেক্স নম্বর ব্যবহার করে প্রধান কার্যালয় ও খুলনা অফিসসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের যেকোন অফিসের লাইব্রেরিতে রক্ষিত বইয়ের ক্যাটালগ দেখতে পাবেন এবং রিক্যুইজিশন দিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত বই সংগ্রহ করতে পারবেন।

খুলনা অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে প্রধান কার্যালয়ের লাইব্রেরির কর্মকর্তাবৃন্দ

বরিশাল অফিস

ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি (বিবিটিএ) ৯-১১ আগস্ট ২০১৫ ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের প্রশিক্ষণকক্ষে অনুষ্ঠিত এ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী ও বিশেষ অতিথি ছিলেন বিবিটিএর উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ নূরুল আলম। সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএর উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ শাহীনউল ইসলাম।

কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানেও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকের ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমির আয়োজনে মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং শীর্ষক এক কর্মশালা ৪-৬ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম মোস্তফা। সভাপতিত্ব করেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

আমজাদ হোসেন খান। কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিসংখ্যান বিভাগের যুগ্মপরিচালক শারমীন আরা এবং মোঃ নুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কোর্স কোঅর্ডিনেটর বিবিটিএ'র যুগ্মপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান কে. চৌধুরী। কর্মশালায় বরিশাল অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সিলেট অফিস

উইম্যান এন্টারপ্রেনিয়ার ডেডিকেটেড ডেস্ক বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে ৬ জুন ২০১৫ বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সিলেটে কার্যরত ব্যাংক ও অ-ব্যাংকের শাখাসমূহে স্থাপিত 'উইম্যান এন্টারপ্রেনিয়ার ডেডিকেটেড ডেস্ক' এ বহাল কর্মকর্তাদের তথ্য সংবলিত পুস্তিকা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে সিলেটের নয়টি নারী সংগঠনের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীদের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত নারী বান্ধব কার্যক্রম যেমন নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট গঠন, ১০% হারে নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা, প্রতিটি ব্যাংক ও অ-ব্যাংকের শাখায় আলাদা 'উইম্যান এন্টারপ্রেনিয়ার ডেডিকেটেড ডেস্ক' স্থাপন ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন।

উপস্থিত নারী সংগঠনের প্রধানগণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এসএমই উন্নয়নে সাম্প্রতিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পুস্তিকা বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন নারী সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ

নতুন বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেবা

মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

নতুন পথে যাত্রা শুরু

লালমনিরহাটের বাঁশপচাই ভিতরকুঠি নামক ছিটমহলে আমরা যখন পৌঁছাই তখন বেলা দ্বিপ্রহর। কাঠফাটা দুপুরের রোদে একটি লাঠিতে ভর দিয়ে নিজের কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীরটিকে অতি ধীরে টেনে নিয়ে আসছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধা টুরিন বেগম। কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চাচি, কেমন আছেন ?'। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বহুকষ্টে নিজের ন্যুব্জ পিঠটাকে সোজা করে অবাক বিস্ময়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন- 'ব্যাটা তোমরা কুনঠে থ্যাকে আচ্চেন'? এরপর বৃদ্ধার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথোপকথন শেষে জানতে পারলাম গত ৬৮ বছর ধরে বয়ে চলা মানবেতর জীবনের এক করুণ আখ্যান। শুনলাম ছিটমহলের বাসিন্দা হওয়ায় নথিহীন রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছাড়া আর সব নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে বংশপরম্পরায় দুর্বিষহ জীবনযাপনের গল্প। শুধু বৃদ্ধা টুরিন বেগম নন, বাংলাদেশে অঙ্গীভূত হওয়া ১১১টি ছিটমহলের প্রতিটি মানুষের জীবনেই জড়িয়ে আছে এরকম অসংখ্য করুণ গল্প।

ছিটমহল: একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ছিটমহলগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ব্রিটিশ শাসনামলে। তৎকালীন ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারের মহারাজা ও পূর্ববঙ্গের রংপুর অঞ্চলের মহারাজার মধ্যে বেশ সখ্যতা ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই দুই মহারাজা একে অপরের আমন্ত্রণে পরস্পরের রাজ্যে বেড়াতে গিয়ে নানা ক্ষেত্রে বাজিতে হেরে কিছু তালুক প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হতেন। এই কারণে এই অঞ্চলে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ছিটমহলের জন্ম হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হবার পূর্বে দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়া হয় ব্রিটিশ আইনজীবী সেরিল র‍্যাডক্লিফকে। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট সীমানা নির্ধারণের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন। এই প্রতিবেদন অনুসারে একই বছরে ১৬ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্র প্রকাশ করা হয়। পরিকল্পনা ছাড়া নির্ধারণ করা এই মানচিত্রে ছিটমহলগুলোর ব্যাপারে সঠিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। ফলে ঝুলে থাকে ছিটবাসীদের ভাগ্য।

এবার দেশের কৃষিখাতে বিশেষ মাত্রা যোগ করবে নতুন ভূমি

এই জটিলতা অবসানের জন্য ১৯৫৮ সালে নেহরু-নূন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বেরুবাড়ীর উত্তর অংশ ভারত এবং দক্ষিণ অংশ পাবার কথা পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ)। কিন্তু এ চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি সুরাহার জন্য ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি সই হয়। বাংলাদেশ চুক্তিটি অনুসমর্থন করলেও ভারত না করায় চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি। পরে ১৯৯৭ সালের ৯ এপ্রিল চূড়ান্ত করা হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্থলসীমান্ত চুক্তির প্রটোকলে সই করেন। কিন্তু এই চুক্তির সাথে ভারতের সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি জড়িত থাকায় ভারতের সংসদে এটি পাস করানো সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় সুগম হয় ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়টি।

নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে গত ৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিনিময় করা হয় দুই দেশের মধ্যকার ছিটমহলসমূহ। শেষ হয় দীর্ঘ ৬৮ বছরের অপেক্ষার। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশ নতুন করে ১০ হাজার একরের বেশি ভূমি পাচ্ছে। আবার অপদখলীয় জমি বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ২ হাজার ৭৭৭ একর জমি ভারতকে এবং ভারত ২ হাজার ২৬৭ একর জমি বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেবে।

বাংলাদেশে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহলের আয়তন ১৭ হাজার ১৫৮ একর এবং ভারতে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলের আয়তন ৭ হাজার ১১০ একর। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ১৬২টি ছিটমহলে ৫১ হাজার ৫৪৯ জন অধিবাসী বসবাস করেন। এর মধ্যে ৩৭ হাজার ৩৩৪ জন ভারতীয় বাংলাদেশে অবস্থিত ছিটমহলগুলোতে এবং ১৪ হাজার ২১৫ জন বাংলাদেশি ভারতের ছিটমহলগুলোতে বাস করেন। এই অধিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশে থাকা ভারতের ছিটমহলের ৯৭৯ জন ভারতে ফিরে যেতে চান। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে তাদের চলে যাবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ভারতের যেসব ছিটমহল এখন বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে যুক্ত হচ্ছে সেগুলোর বেশিরভাগের অবস্থান বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। এসব ছিটমহলের মধ্যে ৫৯টি লালমনিরহাটে, ৩৬টি পঞ্চগড়ে, ১২টি কুড়িগ্রামে এবং ৪টি নীলফামারীতে অবস্থিত। অন্যদিকে ভারতে থাকা বাংলাদেশের ছিটমহলগুলোর ৪৭টি পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারে এবং ৪টি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ছিটমহল পরিদর্শন

ছিটমহলবাসীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং তাদেরকে অর্থনীতির মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির জন্য করণীয় নির্ধারণ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলমের নেতৃত্বে রংপুর অফিসের কর্মকর্তা, রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা টিম রংপুর বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন ছিটমহল সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ ছিটমহলের সাধারণ

অধিবাসী এবং তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। এ মতবিনিময়ে উঠে আসে অধিবাসীদের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা।

পরিদর্শন টিমের যাত্রা শুরু হয় কুড়িগ্রামের দাসিয়ারছড়া ছিটমহল থেকে। একে একে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলার গাওচুলকা ছিটমহল, লালমনিরহাটের বাঁশপঁচাই ছিটমহল, বাঁশপঁচাই ভিতরকুঠি ছিটমহল, বাঁশকাটি ছিটমহল, খড়খড়িয়া ছিটমহলসহ বেশকিছু ছিটমহল পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি ছিটমহলেই বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির বাংলাদেশ ইউনিটের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ পরিদর্শন টিমের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেন। এর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ভুরুঙ্গামারী উপজেলার নির্বাহী অফিসার এবং পাটগ্রামের উপজেলা চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দীর্ঘ ৬৮ বছর যে এলাকায় কোনো সাধারণ মানুষও যায়নি সেখানে একসাথে এতজন কর্মকর্তাকে দেখে অধিবাসীগণ আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। প্রতিটি ছিটমহলেই উৎসাহ উদ্দীপনা ও তীব্র আগ্রহের সাথে পরিদর্শন টিমের কাছে তাঁরা তাঁদের মনোভাব তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোর অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা যাচাইয়ের জন্য একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ছিটমহলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে জরিপ ফরম হস্তান্তর করা হয়। এই জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং স্থানীয় তফসিলি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা চেয়ে রংপুর অফিস হতে প্রধান কার্যালয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

নতুন নাগরিকদের সাথে কথা বলছেন রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপকালে ছিটমহলবাসীগণ তাঁদের বর্তমান সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন। ছিটমহলবাসীদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির বাংলাদেশ ইউনিটের

বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ

বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ায় ১১১টি ছিটমহল এখন বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অংশ। এই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এখানকার মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিলুপ্ত ছিটমহল বাসিন্দাদের দেশের অর্থনীতির মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের ২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত এসিডি সার্কুলার নং-০৫ অনুসারে এখন থেকে প্রাক্তন ছিটমহল অঞ্চলের মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি উক্ত অঞ্চলে কৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তাদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিগত ২৭ জুলাই ২০১৫ তারিখে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার নং-৪ এর সাথে সংযুক্ত কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুযায়ী নতুন করে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অঞ্চলের বাসিন্দাদের অনুকূলে কৃষি ঋণ বিতরণ করার জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে এখন থেকে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীরা কৃষিকাজের জন্য বাংলাদেশের যেকোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়াও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক ২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত এসএমইএন্ডএসপিডি সার্কুলার নং-৫ অনুসারে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রাক্তন ছিটমহল অঞ্চলের বাসিন্দাদের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণ বিতরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সংযুক্ত করা ও তাঁদের সম্ভাবনাময় উদ্যোগসমূহ বিকশিত করার জন্য বিদ্যমান এসএমই অর্থায়ন নীতিমালার আলোকে দেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভকারী উদ্যোক্তাদের এসএমই অর্থায়নের আওতাভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২ আগস্ট ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত এসএফডি সার্কুলার লেটার নং- ০১/২০১৫ অনুসারে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রাক্তন ছিটমহল অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের সিএসআর বাজেট হতে এসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অগ্রাধিকারমূলক সিএসআর কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময়

অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখের এফআইডি সার্কুলার নং-০২ অনুসারে আঙ্গরপোতা ও দহগ্রামসহ বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে একীভূত ১১১টি পূর্বতন ছিটমহলের অধিবাসীদের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের আর্থিক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ন্যূনতম ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অঞ্চলের নিকটবর্তী ব্যাংক শাখার মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসকল হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য কোনোরূপ সার্ভিস চার্জ বা ফি গ্রহণ করা যাবে না। বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এ সকল সার্কুলারের আলোকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের স্বপ্নগাথা

ছিটমহলে নয় জাতীয় পাখিটি এখন বাংলাদেশের মানুষদের গান শোনায়

বাঁশকাটির দুলারী, চোখভরা স্বপ্ন তার,
এবার সন্তানেরা মানুষ হবে

এই পথ দিয়েই বিদ্যুৎ আসবে, খুঁটি বসবে শীঘ্রই।
আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হবে এই জনপদ

বন্দি জীবনের অবসান

চোখে ওদের
আগামীর রঙিন স্বপ্ন

মুক্ত স্বদেশে নতুন আনন্দে শিশুরা

সহজ শর্তে কৃষিঋণ গ্রহণের
প্রত্যাশায় কৃষিজীবীরা

সভাপতি মোঃ মঈনুল হক বলেন, দীর্ঘকাল ধরে আমরা অন্ধকারে ছিলাম। আজ বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের আলোর পথ দেখাচ্ছে। আমরা এজন্য সকল ছিটমহলবাসীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির বাংলাদেশ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আজকে আমরা আপনাদের দেখে সম্মানিত বোধ করছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা সকল ব্যাংকের কাছে আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় সহজে ও সুবিধাজনক পন্থায় ব্যাংকিং সেবার দাবি জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম তাঁর বক্তব্যে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত সার্কুলারসমূহের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রথম থেকেই পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক ব্যাংকিংয়ের প্রবর্তন করেছেন। এ কারণে বিনিময় হবার পরপরই বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোর অধিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে একাধিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এ অঞ্চলে কর্মরত সকল তফসিলি ব্যাংককে সাথে নিয়ে আমরা বিলুপ্ত ছিটমহলের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করব।

পরিদর্শন টিমের সফরসঙ্গী সোনালী, অগ্রণী, জনতা, ইসলামী, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধানগণ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের জন্য একসাথে কাজ করবেন- এ মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশ ব্যাংকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশের নতুন নাগরিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

মোঃ খুরশীদ আলম
মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর

সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলের মানুষকে কিভাবে দ্রুত কৃষি, এসএমইসহ অন্যান্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে বাস্তব ধারণা লাভের জন্য বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল কর্তৃক কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন ছিটমহল সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। সেখানে ছিটমহলবাসী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে খোলামেলা মতবিনিময় করে প্রচলিত সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের নিকটবর্তী বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের যে কোনো শাখায় মাত্র ১০ টাকায় জমা প্রদান করে একটি ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ন্যাশনাল আইডি কার্ড না থাকলেও বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের জন্য আলাদা নীতিমালা ও সহজ শর্তে কিভাবে ঋণ বিতরণ করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে দাখিল করা হবে। প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুমোদনসাপেক্ষে সকল ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধানকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং সে অনুযায়ী বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের অনুকূলে কৃষি, এসএমইসহ অন্যান্য ঋণ বিতরণের সার্বিক কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক তফসিলি ব্যাংকসমূহকে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে দ্রুত ঋণ বিতরণের এবং সিএসআর তহবিল দ্বারা তাঁদের সহায়তা করার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের প্রত্যাশা

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলারে অবিলম্বে সকল তফসিলি ব্যাংককে প্রাক্তন ছিটমহলবাসীদের ১০ টাকায় অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ, কৃষি ও এসএমই ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ অধিবাসীদের সাথে সরাসরি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের পথে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়।

প্রথম সমস্যাটি হলো ব্যাংক শাখার অপ্রতুলতা। যেহেতু ছিটমহলসমূহ দীর্ঘদিন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে ছিল সেহেতু ঐ অঞ্চলে কোনো সুসংহত অবকাঠামো গড়ে উঠেনি। নেই উন্নত রাস্তাঘাট। দুর্গম অঞ্চল হওয়ায় দেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা ছিটমহলে নেই। সবচেয়ে কাছের ব্যাংকে যেতে হলেও ছিটমহল অঞ্চল হতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের অর্থনীতির মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অবিলম্বে ছিটমহল অঞ্চলগুলোতে তফসিলি ব্যাংকের শাখা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে যাতে করে সেখানকার বাসিন্দারা সহজে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো নাগরিকত্বের সনদপত্র। বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীরা এখন বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু এখনও তারা জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পাননি। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাক্রমে তারা ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ লাভের অধিকারী। কিন্তু একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে নাগরিকত্বের প্রমাণস্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ব্যাংকে জমা দিতে হয়। যদি এ শর্ত শিথিল করা না হয় তাহলে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের পক্ষে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা সম্ভব হবে না। তাই ছিটমহলবাসীদের দাবি তাদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের শর্ত শিথিলপূর্বক সরকারি নামের তালিকার উপর ভিত্তি করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগ প্রদান করা হোক।

তৃতীয় সমস্যাটি হলো জমিজমার দলিল সংক্রান্ত জটিলতা। ছিটমহল বিনিময় হবার পর হতে এ অঞ্চলের সকল জমির মালিকানা সরকারের হাতে রয়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের কাছে তাদের জমি-জমার কোনো বৈধ দলিল নেই। সরকারের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দলিল বুঝে পেতে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাক্রমে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীরা কৃষি ঋণ পাবার যোগ্য। কিন্তু কৃষি ঋণ নিতে গেলে ব্যাংকে জমির বৈধ দলিল প্রদর্শন আবশ্যক। এ কারণে জমির দলিল হাতে পাবার আগ পর্যন্ত বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের পক্ষে কৃষি ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের দাবি জমির দলিল সংক্রান্ত শর্ত শিথিল করে বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের ঋণ প্রদান করা হোক।

বিলুপ্ত ছিটমহলের অধিবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার কথা বলছেন

এছাড়াও বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের দাবির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংকের সিএসআর কার্যক্রমের অর্থ তাদের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছিটমহলবাসীদের চাকরি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

মোঃ শহীদুল্লাহ্
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জোন প্রধান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রংপুর

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলমের নেতৃত্বে ব্যাংকারদের একটি প্রতিনিধি দল অধুনালুপ্ত ছিটমহলগুলো পরিদর্শন করেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে উক্ত দলের সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সাবেক ছিটমহলবাসীদের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে, ব্যাংকের পল্লি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেল, সেলাই মেশিন, গবাদিপশু পালন, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি বিনিয়োগ, কৃষি সরঞ্জামাদি বিনিয়োগ, মৌসুমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে দেশের নতুন এ নাগরিকদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাদান কর্মসূচি, দাতব্য চিকিৎসালয়, অভাবী, অসহায় ও দুঃস্থ লোকদের জন্য আর্থিক অনুদান, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি, পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিন্সিপাল অফিস, কুড়িগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের সাথে সম্প্রতি একীভূত বিলুপ্ত ছিটমহলসমূহের অধিবাসীগণের মধ্যে কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করার জন্য সোনালী ব্যাংকের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত ব্যাংক শাখাসমূহের মাধ্যমে জরিপকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

আশা করা যায় স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জরিপ কার্যাদি সম্পাদন করে কৃষিঋণ গ্রহণে আগ্রহী কৃষকগণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে এবং সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদানের পথ প্রশস্ত হবে।

মানবিক ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর তাৎক্ষণিক নির্দেশনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করছি।

বিলুপ্ত ছিটমহলসহ সারাদেশের আপামর জনগণের ভাগ্যোন্নয়নকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত নীতিমালা ও নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনে সোনালী ব্যাংক সদা জাগ্রত, সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর।

■ *প্রতিবেদক : এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

মূলধন সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত ব্যাসেল ৩ বাস্তবায়ন শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে 'Implementation of Basel III and Reporting of Capital Assessment & Leverage Ratio of Banks under Basel III Accords in Bangladesh' শীর্ষক একটি কর্মশালা ২৮-২৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকিং রেগুলেশন এন্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী এবং বিআরপিডির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ব্যাংকের মূলধনের সঠিক সংরক্ষণে ব্যাসেল ৩ এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূল প্রাণ হচ্ছে তার মূলধন। তাই প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব-নিকাশ রাখার জন্যই এ কর্মশালার আয়োজন। তিনি বলেন, ঋণ প্রদান থেকে শুরু করে আর্থিক প্রত্যেকটি ব্যাপারের সঙ্গে ঝুঁকি নেয়ার বিষয়টি সার্বিক ভাবে জড়িত। তবে এটিও মনে রাখতে হবে, যে যত ঝুঁকি নিতে ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় পারঙ্গম, সে প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে তত বেশি নিরাপদ ও লাভবান হবে। আর ঝুঁকি মোকাবেলার অন্যতম সহযোগী বিষয় হলো মূলধনের সঠিক রিপোর্টিং।

নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান মূলধন সম্পর্কিত রিপোর্টিং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের রিপোর্ট কিভাবে আরও যথাযথ ও বস্তুনিষ্ঠ করা যায়, সে ব্যাপারে নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর উপর মত দেন।

নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক চায় মূলধন সম্পর্কিত নানা ঝুঁকি থেকে আপনারা মুক্ত থাকুন। কারণ আপনাদের মূলধন যত নিরাপদ হবে, ততই দেশের ঋণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত ও ঝুঁকিমুক্ত হবে।

উল্লেখ্য, ব্যাসেল ৩ বিষয়ক এ কর্মশালাটি ২-৩ আগস্ট ২০১৫ তারিখে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথমবারে যে সকল ব্যাংক অংশ নিতে পারেনি, সেসব ব্যাংকের প্রতিনিধিবর্গ দ্বিতীয় কর্মশালায় অংশ নেন।

'বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস' গ্রন্থে সংযোজনযোগ্য তথ্য/চিত্র/ফটো/ডকুমেন্ট আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাস রচনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে গৃহীত তথ্য-উপাত্ত ও মতামতের ভিত্তিতে উক্ত ইতিহাসগ্রন্থের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সন্নিবেশিত তথ্যের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক তথ্য, চিত্র, ফটো, ডকুমেন্ট সংযোজনের মাধ্যমে উল্লিখিত ইতিহাসগ্রন্থকে সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন করতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলির সাথে প্রাসঙ্গিক এরূপ তথ্য, চিত্র, ফটো, ডকুমেন্ট সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাচ্ছে:

- তৎকালীন পূর্ববাংলায় অবস্থিত স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা/ বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভবন উদ্বোধন ;
- বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ভগ্নপ্রায় অর্থনীতির পুনর্গঠন ও বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশ ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখা অফিসের তৎকালীন ভবন ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এমন যে কোনো তথ্য, চিত্র, ফটো বা ডকুমেন্ট।

তথ্য, চিত্র, ফটো ইত্যাদি ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠানো যাবে। তবে কেউ এগুলো ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করতে চাইলে সে উদ্যোগও গৃহীত হবে।

ড. আবুল কালাম আজাদ
মহাব্যবস্থাপক, সচিব বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই-মেইল: abul.kalamazad@bb.org.bd
ফোন:৮৮০২-৯৫১১৫৫১
মোবাইল:৮৮০-০১৭৫৫৫৮২২৮৫
ফ্যাক্স:৮৮০২-৯৫৩০৪৪৮

মামা, বিবিসি থেকে বলছি

মাহফুজুর রহমান

পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে সরকার আমার একটা বিরাট উপকার করেছেন। আমার বউকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলে অহেতুক লোকজন তাকে যেভাবে ডাকাডাকি করত সেটা এখন বন্ধ হয়েছে। আমি খুবই শান্তিতে আছি। আমার স্ত্রীর নাম বেবি। তাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেই শুনতাম, রাস্তার পাশে অপেক্ষমান লোকেরা গলা ফাটিয়ে ডাকছে, 'বেবি'। আমি চমকে উঠে তাকাতাম, আমার বউকে কে ডাকে ? হয়ত পরিচিত কেউ, হয়ত শ্বশুরপক্ষের কোনো মুরুব্বি। জামাই হিসেবে আমার এখন সালাম দেওয়া জরুরি। কিন্তু সালাম দিতে গিয়ে হয়ত বুঝলাম, এ বেবি আমার বেবি নয়, ত্রিচক্রযান বেবি। তখন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় যানের নাম ছিল বেবি। আসল নাম বেবিট্যাক্সি হলেও সবাই তাকে আদর করে ডাকত বেবি। কালো ধোঁয়া ছাড়ার অপরাধে দেশব্যাপী এই ত্রিচক্রযানটি এখন নিষিদ্ধ হয়েছে। তার বদলে সড়কে স্থান পেয়েছে সিএনজি। এটাকেও বেবি বা টেক্সি হয়ত বলা যেত, কিন্তু জনগণ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে একে আর বেবি ডাকে না। সবাই ডাকে সিএনজি। আহা ! কী শান্তি, আমার বউকে নিয়ে এখন রাস্তায় বেরোলে কেবল আমিই ডাকি।

এই ডাকাডাকি নিয়ে আমরা প্রায়ই বিব্রত হই, বিব্রতকর অবস্থায় পড়ি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগেকার দিনের ল্যান্ড টেলিফোনের রং নাম্বার কাহিনি। আমি তখন পাবনায় একটা ছোট অফিস চালাই। অফিসের টেলিফোনটি আমার বাসার সঙ্গেও সংযুক্ত। একবার অন্য একটি টেলিফোন আমার ফোনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সেই যুক্ত হয়ে যাওয়া ফোনে কেউ ফোন করলে আমার এখানে রিং হয়, আবার এটি হতে ফোন করা হলেও আমার ফোনে রিং হয়। এই ফোনটির মালিক বছরখানেক আগে বিয়ে করেছেন। তিনি ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রায়ই বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ান। সেসব শহর থেকে তিনি তাঁর বউকে ফোন করে নানা উচ্ছ্বাসমূলক বক্তব্য দেন। বউও ইনিয়ে বিনিয়ে রোমান্টিক ভাষায় নানা কথা বলে। আমি কোনো কথা বললে বউ সেটা শুনতে পায়, স্বামী শুনতে পায় না। আমি তাঁকে এই বিপর্যয়ের কথা বলেছি, টেলিফোন কোম্পানিকে ডেকে প্যারালাল কানেকশন ঠিক করতে বলেছি। সম্ভব না হলে আমাকে নাম্বারটি দিলে আমিই সেটি করিয়ে দেব, সেটাও বলেছি। কিন্তু তিনি কোনোটাই করেন না। সে টেলিফোনে ভদ্রমহিলার স্বামী ছাড়া আর কেউ ফোন করেন বলে মনে হয় না। টেলিফোন বাজতেই ভদ্রমহিলা একেবারে মোমের মতো গলে গলে পড়তে থাকেন, 'ওগো আমার সোনামানিক, তুমি কবে আসবে?'

স্বামীসোহাগী এই ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেন। যেমন, চাঁদমানিক, তোতাপাখি, লেবেনচুস, বিজলিবাতি ইত্যাদি। এখন রং নাম্বারের কল না বুঝে টেলিফোনটা তুলে কানে ধরলেই চাঁদমানিক থেকে বিজলিবাতি পর্যন্ত উচ্চারিত হতে থাকে। তখন তো বিব্রত না হয়ে আর উপায় নেই। এখানে একটা গল্প বলা দরকার। এক ভদ্রলোক বাজারে কচুর লতি কিনতে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, লতি কি গলায় ধরবে?'

দোকানি জবাব দিলেন, 'নয় হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে করেছি, বউই কোনোদিন গলায় ধরল না, আর নয় আনা কেজির কচুর লতি গলায় ধরবে?'

প্রিয় পাঠক, এ গল্প থেকে বুঝে নিন আমার অবস্থা। এর বেশি লিখে সংসারে অশান্তি ঘটাতে চাই না।

আবার আমরা শিক্ষক বা অফিসের বসদের ডাকি 'স্যার'। এই 'স্যার' শব্দটি ইংরেজি। ব্রিটিশরা আমাদের মগজে এটি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা এখন বসদের নিশ্চিন্তে 'স্যার' বলে থাকি। তবে এর আগে প্রবীণরা একজন আর একজনকে 'জনাব' বলে সম্বোধন করতেন। আমি নিজেই আমার এক চাচাকে বলতে শুনেছি, 'কেমন আছেন জনাব' বলে অন্যকে প্রশ্ন করতে। এই 'জনাব' শব্দটি ফার্সি শব্দ। আরও প্রাচীনকালে 'মহোদয়' এবং 'মহাত্মন' বলে সম্বোধন করা হত। এই শব্দ দুটো সংস্কৃত। এর মানে দাঁড়াল এই যে বাংলায় সম্মানজনক কোনো শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। অতীতকালেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিদেশি শব্দ দিয়েই মানুষকে সম্মান জানাতেন।

কিছুদিন আগে আমি আমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার ইউনিভার্সিটিতে গেলাম একটা কাজে। কাজ শেষ করে গাছতলার চায়ের দোকানে চা খেতে বসেছি। এমন সময় একটি ছেলে রিক্সায় চড়ে কাছেই এসে নামল। সে রিক্সাওয়ালাকে বলল, 'মামা, ভাড়া কত দেব?'

আমি ভাবলাম ছেলেটি কতই না ভালো। রিক্সাওয়ালা যে ওর মামা হয়, এটা সে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও গোপন করেনি। আহা, লক্ষ্মী ছেলে! আমি ছেলেটির ব্যবহারে মুগ্ধ।

এমন সময় আমার মেয়ে দোকানের বয়কে ডেকে বলল, 'মামা, দু'কাপ চা দাও'।

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা। 'মামা' শব্দটি আমাদের খুব প্রিয় শব্দ। ছোটবেলায় আমাদের মামারা কতই না আদর করেছেন। কাঁধে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা আব্দার রক্ষা, দুষ্টুমিতে নেতৃত্ব দেওয়া ইত্যাদি। লেখকরাও 'মামা'দের নিয়ে কত রচনা লিখেছেন। 'লেবুমামার সপ্তকাণ্ড', 'ফেলুমামা' ইত্যাদির কথা তো বলাই যায়। আর এখন রিক্সাওয়ালা, চাওয়ালা এদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ডাকে 'মামা' বলে। তাহলে কি 'মামা' এখন সম্মানজনক ডাক হিসেবে স্বীকৃতি পেল?

'মামা' হচ্ছে বাংলা শব্দ। এতদিনে বাংলায় একটা সম্মানজনক শব্দ খুঁজে পেয়েছে তারা। আজ থেকে দশ বছর পর হয়ত অফিসের বসকে ওরা 'মামা' ডাকবে। বসও হয়ত খুশিতে আবেগে মনের ভুলে 'ভাগিনা' বলে ফেলতে পারে। তখন অধীনস্তদের প্রতিশব্দ হবে 'ভাগিনা'। অফিস তখন হয়ে যাবে 'মামা-ভাগিনা'র মিলনমেলা।

গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ আমার ফোনটি ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল। ফোন রিসিভ করতেই অপরপ্রান্ত থেকে একটি মেয়ে বলল, 'মামা, আমি বিবিসি থেকে বলছি। আপনার একটি সাক্ষাৎকার নিতে চাই।'

আমি খুবই চমকে উঠলাম। রীতিমতো আঁৎকে ওঠা যাকে বলে। শেষ পর্যন্ত বিবিসি থেকেও মামা বলা শুরু হয়ে গেল। আমরা আমাদের ভাষায় অনেক ইংরেজি শব্দ নিয়েছি, এবার কি ব্রিটিশরা তার বদলে বাংলা ভাষা থেকে কিছু শব্দ নেওয়া শুরু করেছে ! তারা কি এখন 'স্যার' শব্দটির বদলে 'মামা' ব্যবহার করা শুরু করেছে।

আমার খুব ভালো লাগল। অক্সফোর্ড ডিকশনারির পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত হবে 'Mama' মানে 'Honorable Person'। আমি সানন্দে সাক্ষাৎকারটি দিলাম। সাক্ষাৎকারটি নিলেন যুথী নামের এক ভদ্রমহিলা। আমি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে এই সংবাদটি আমার স্ত্রীকে জানালাম। সে রাগতস্বরে বলল, 'তুমি তো একদম বাতিল হয়ে গিয়েছ। যুথী আমাদের সুবর্ণর বউ, তাকে তুমি চেন না? সে তো তোমাকে মামাই ডাকবে।'

■ *লেখক : নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা.*

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং খাতের বিকাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালে সরকার এ ব্যাংকের পাঁচ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা গ্রহণ করে। তবে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ ইসলামি ব্যাংকিং খাত নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম শুরু করে। তৎকালীন গবেষণা বিভাগের পরিচালকের (পরবর্তীকালে ডেপুটি গভর্নর মরহুম এ এস এম ফখরুল আহসান) নেতৃত্বে একদল গবেষণা কর্মকর্তা এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক জানুয়ারি, ১৯৮১ সালে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় যে, ইসলামি শরিয়াহ নীতিমালার আলোকে ব্যাংক সফলভাবে কার্যক্রম চালাতে পারে। ১৯৮১ সালের ১৭তম ব্যাংকার্স মিটিংয়ে জাতীয়করণকৃত ব্যাংকগুলোর শহর শাখাগুলোয় ইসলামি ব্যাংকিং কাউন্টার খোলার সুপারিশ করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক বেসরকারি খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করে এবং ইসলামী ব্যাংক ৩০ মার্চ, ১৯৮৩ মতিঝিলে প্রথম শাখা খোলার মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক রেগুলেটর এবং সুপারভাইজার হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম বিকাশে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামি ব্যাংকে শরিয়াহ কাউন্সিল থাকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমের কিছু দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা পর্যায়ক্রমে বেশ কিছু ধারায় রূপ নেয়।
- আশির দশকে দু'টি ইসলামি ব্যাংকের অনুমতি দেয়া হয়, যা নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত ছয়টি ইসলামি ব্যাংকে উন্নীত হয়। দু'টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকে রূপান্তর ও একটি নতুন ইসলামি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ায় এখন ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে আটটি ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। Dual banking system-এর ধারণাকে সমর্থন করে ১৯৮৩ সাল থেকে যে ইসলামি ধারায় স্বতন্ত্র দিগন্তের ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় তার সফলতায় আকৃষ্ট হয়ে বেশ কিছু প্রচলিত ধারার ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিং শাখা খোলার অনুমতি চাইলে পর্যায়ক্রমে মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত আটটি ব্যাংককে ১৯টি শাখা খোলার অনুমোদন দেয়া হয় এবং সাতটি ব্যাংককে ২৫টি উইন্ডো খোলার অনুমতি দেয়া হয়। পূর্ণাঙ্গ আটটি ইসলামি ব্যাংকসহ প্রচলিত ব্যাংকের শাখা ও উইন্ডোসহ মোট ৮৬৯টি শাখা/উইন্ডোর মাধ্যমে দেশব্যাপী ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সুসংহতভাবে পরিচালনা করা এবং ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত রেগুলেশন ও নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে গবেষণা বিভাগ ও ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগে দু'টি ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সেল দু'টি এখনও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সেল দুটির উদ্যোগে ২০০৪ সালে Government Islamic Investment Bond নামে একটি বন্ড ও ২০০৯ সালে Guidlines for Islamic Banking ইস্যু করা হয়।
- ইসলামি ব্যাংকগুলো যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত Statutory Liquidity Requirement সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে Govt. Treasury Bill-এ অর্থায়ন করতে পারে না– সেহেতু শুরু থেকেই তাদের SLR শতকরা দশ ভাগে নির্ধারণ করা হয়, যা আজ ১১.৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর জন্য এ হার এখন মোট তলবি ও মেয়াদি আমানত দায়ের শতকরা ১৯ ভাগ। Government Islamic Investment Bond এ ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগ করছে এবং ঘাটতির মুখে পতিত ইসলামি ব্যাংক সেখান থেকে ধার করছে। তবে মূল লক্ষ্য অর্থাৎ সরকারি বন্ডের মাধ্যমে সরকার মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে এ ফান্ডের অর্থ গ্রহণ করতে পারছে না।
- ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশে চারটি ইসলামি ব্যাংকের কার্যক্রম চলছিল এবং ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের বিমা কার্যক্রম প্রচলিত ধারার বিমা কোম্পানিগুলোর সাথে করে যাচ্ছিল। চারটি শরিয়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মধ্যে তখন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে জুন, ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামি ব্যাংক ও বিমার ধারণা এবং প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় এবং ইসলামি ব্যাংক চারটির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীরা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে কিছু বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সেমিনারের সভাপতি তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর শাহ আবদুল হান্নান ইসলামি ব্যাংকগুলোকে তাদের মতভিন্নতা সমাধানের লক্ষ্যে একটি Common Platform গঠনের জন্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে চারটি ইসলামি ব্যাংক ১১ অক্টোবর, ১৯৯৫ IBCF (Islamic Banks Consultative Forum) নামে একটি ফোরাম গঠন করে। পরে ইসলামি ব্যাংকগুলোর দ্বারা বা IBCF-এর দ্বারা ইসলামি বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও আলাদাভাবে বেশ কয়েকটি সাধারণ ও জীবন তাকাফুল কোম্পানি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে।
- ১৯৯৬ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে যোগ দেন দেশের প্রথিতযশা ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার। তিনি বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাতের গতিশীলতা সৃষ্টিতে ছয় দফা নির্ধারণ করলেন, যা ৫ মার্চ ১৯৯৭ সালে ইসলামি ব্যাংকগুলোতে পাঠানো হয় বাস্তবায়নের জন্য। সেই ছয় দফা কর্মসূচি গভর্নর লুৎফর রহমান সরকারের দূরদর্শী চিন্তার ফসল। তবে ছয় দফার মধ্যে এখনো চারটি দফা বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০১ সালে Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh গঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে Islami Inter Bank Fund Market গঠনের জন্য নীতিমালা ঘোষণা করে। (ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-২৩, তারিখ-২৭-১২-২০১১)
- গবেষণা বিভাগের ইসলামি অর্থনীতি সেলের উদ্যোগে ইসলামি ব্যাংকিং ধারণা ও কর্মকৌশলের ওপর একটি সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। বিবিটিএ এবং বিআইবিএমে সেই কর্মসূচির আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

- ইসলামি ব্যাংকগুলোর জন্য গাইডলাইন তৈরির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'ফোকাস গ্রুপ অন ইসলামিক ব্যাংকিং' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামিক ব্যাংকিং গাইডলাইন' ২০০৯ সালে জারি করা হয়।
- ইসলামি ব্যাংক এবং ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রেগুলেশন এবং সুপারভিশন স্ট্যান্ডার্ড তৈরির নিমিত্তে Islamic standard setter body হিসেবে Islamic Financial Services Board (IFSB) ২০০২ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে গঠিত হলে বাংলাদেশ তার পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং IFSB কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন টাস্কফোর্স, ওয়ার্কিং গ্রুপ ও টেকনিক্যাল কমিটিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের ইসলামি ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো AAOIFI-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য Uniform-Standard নিশ্চিত করার লক্ষ্যে AAOIFI কর্তৃক প্রণীত Standard গুলো বিশ্লেষণ করে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
- 'বাংলাদেশ ব্যাংক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ২০১০-২০১৪' এ ১৭টি স্ট্র্যাটেজি, ৫৬টি অবজেকটিভস এবং ১৫৭টি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। ১৭ স্ট্র্যাটেজির মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল 'Introduce Separate and comprehensive guideline and supervision for Islamic Banking.' এ পরিকল্পনা কৌশলের অধীনে তিনটি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করা হয়। অ্যাকশন প্ল্যানগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্সের আওতায় Islamic Financial Sector Reform Program (i-FSRP) বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের ইসলামি ব্যাংকিং খাত সুসংহত হতে পারে।

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং খাতের অগ্রগতি ও সাম্প্রতিক অবস্থান

১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকিং খাত মাত্র ১৪৪.৯৫ মিলিয়ন টাকা আমানত এবং ৫৫.৯৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে, যা আটটি ইসলামি ব্যাংক, আটটি প্রচলিত ব্যাংকের ১৯টি শাখা এবং সাতটি প্রচলিত ব্যাংকের ২৫টি উইন্ডোর মাধ্যমে মার্চ, ২০১৪ সালে দাঁড়িয়েছে আমানত ১২৬৫৯৮৭.৪০ মিলিয়ন টাকায় এবং বিনিয়োগ ১০৭৫৯৮০.৫০ মিলিয়ন টাকায়। ইসলামি ব্যাংকিং খাত মার্চ, ২০১৪ সময়ে ১০৯৪৫২.৩০ মিলিয়ন টাকা উদ্বৃত্ত তারল্য ধারণ করেছে। এ সময়ে ইসলামি ব্যাংকিং খাতের আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ২১.৩০ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের (Total Loans of the banking sector) শতকরা ২২.১৯ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং খাতের Types of Deposits পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মেয়াদি আমানতের পরিমাণ প্রায় ৫০ শতাংশ, যা তাদের বিনিয়োগকে সুসংহত করতে সহায়ক হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকগুলোর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মাইক্রো এবং এসএমই খাতে শতকরা ৩০ ভাগের মতো বিনিয়োগ হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং খাত বিপুল পরিমাণ তারল্য উদ্বৃত্ত পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। মার্চ ২০১৪ সময়ে তাদের উদ্বৃত্ত তারল্যের পরিমাণ ছিল ১০৯৪৫২.৩০ মিলিয়ন টাকা, যা তাদের মোট আমানতের শতকরা প্রায় নয় ভাগ। এ উদ্বৃত্ত তারল্যের একটি বড় অংশ সরকার ইসলামি ব্যাংকগুলো থেকে ধার নিতে পারত যদি Islamic Monetary instrument ও effective Islamic fiscal instrument চালু করত।

ইসলামি ব্যাংকিং খাত ৮২৫টি শাখার মাধ্যমে (মোট ব্যাংক শাখার প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ) ২৫৭১৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সূত্র : গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক (Developments of Islamic Banking in Bangladesh, January-March, 2014). বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট-২০১২ অনুসারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ফিন্যান্সিয়াল ব্যবস্থায় ইসলামি ব্যাংকিং খাত একটি সুসংহত অবস্থা অর্জন করেছে।

■ *লেখক : জিএম, গবেষণা বিভাগ, প্র.কা.*

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

(৭ পৃষ্ঠার পর)

উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তার বর্ণনায় ঋণের বহুধাকরণ (Diversified Lending), আমানতের মজবুত ভিত্তি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, তারল্য পর্যাপ্ততা, সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি, বর্ধিত মাত্রায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং উচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের বিষয় তুলে ধরেন। সে সাথে মার্কেট পার্টিসিপেন্ট এবং নীতি নির্ধারকদের অভ্যন্তরীণ সুশাসন জোরদার ও কর্পোরেট সুশাসন উন্নতকরণের পাশাপাশি ব্যাসেল-৩ কাঠামো এর যথাযথ বাস্তবায়ন, রেজ্যুলেশন ও ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল সংক্রান্ত কার্যকর কাঠামো প্রণয়ন এবং আর্থিক খাতের সমন্বিত নজরদারির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর আলোকপাত করেন। উপস্থাপনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

স্থিতিশীল জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন, সহনীয় মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রেকর্ড রিজার্ভ এবং রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস ইত্যাদি কারণে সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা ব্যাংকিং খাতের জন্য যথেষ্ট অনুকূল ছিল। ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার ২০১৪ সালে বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩৪টি ব্যাংক যাদের মোট সম্পদ ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের ৮০ শতাংশ তাদের মূলধন পর্যাপ্ততার হার ১০ হতে ১৬ শতাংশের মধ্যে রয়েছে এবং ১৬ শতাংশের উপরে রয়েছে ১৭টি ব্যাংকের যা আর্থিক খাতের উচ্চ ঝুঁকি শোষণক্ষম ও দৃঢ়তার পরিচায়ক।

ব্যাংকিং খাতের মুনাফার হার ২০১৪ সালে কিছুটা হ্রাস পেলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। কলমানি রেট (৬-৮ শতাংশের ভেতরে) এবং সামগ্রিক আগাম-আমানত অনুপাত (৭০.৯৮ শতাংশ) স্থিতিশীল থাকায় তারল্যের উপর চাপ সহনীয় মাত্রায় ছিল। অবশ্য, বছরের শেষভাগে আগাম-আমানত অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির নির্দেশক।

ব্যাংকিং খাতের আমানতের অর্ধেকের বেশি (৫৬.৪ শতাংশ) মেয়াদি আমানত আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নির্দেশ করছে। তবে, ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের অর্ধেকেরও বেশি (৫১.৭ শতাংশ) ১০টি ব্যাংকে কেন্দ্রীভূত হলেও ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নতুন নয়টি ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তিতে এই পুঞ্জিভবন ধীরে ধীরে কমে আসবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। আমানত বিমা ট্রাস্ট তহবিলের বর্তমান স্থিতি ৩৬৩.৬ কোটি টাকা ২৬টি ব্যাংকের (আমানতের দিক হতে সর্বনিম্ন) আমানত দাবি পরিশোধে সক্ষম। আমানত বিমার আওতায় বর্তমানে ৮৮ শতাংশ আমানতকারী রয়েছে এবং আগামী পাঁচ বছরে আমানত বিমা ট্রাস্ট তহবিল ১০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধারণা করা যায়।

ব্যাংকিং খাতে শ্রেণিকৃত ঋণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৯.৭ শতাংশে উন্নীত হলেও নিট শ্রেণিকৃত ঋণ ৪ শতাংশ। তবে, খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর উচ্চহারে প্রভিশন সংরক্ষণ ব্যাংকিং খাতের অধিকতর অভিঘাত শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশক। নতুন নয়টি ব্যাংকের শ্রেণিকৃত ঋণ ও মুনাফার হার সার্বিক ব্যাংকিং খাত হতে কম তবে মূলধন পর্যাপ্ততা (২৯.৯ শতাংশ) সার্বিক ব্যাংকিং খাতের চেয়ে অনেক বেশি। যদিও, আগাম-আমানত অনুপাত তাদের সমগোত্রীয় ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাতের তুলনায় কম।

ঋণ ঝুঁকি বরাবরের মতোই ব্যাংকিং খাতের প্রধান ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং তা মূলত স্থিতিপত্র বা ব্যালেন্সশিট হতে উদ্ভূত। ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহের রেটিংয়ে সামান্য অবনমন লক্ষ করা গেলেও তা স্থিতিশীল ছিল। স্ট্রেস টেস্টিংয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ভিত্তি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে এবং ব্যাংকগুলো অস্বাভাবিক তারল্য সংকটে পতিত হলেও বিদ্যমান তারল্যাবস্থায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পর্যাপ্ত সময়কাল পর্যন্ত (পাঁচ কর্মদিবস) তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বিভিন্ন চাপ দৃশ্যকল্পে (stressed scenarios) দৃঢ়তার প্রদর্শন করেছে। এছাড়া আর্থিক ব্যবস্থায় সর্বশেষ সংযোজনগুলো প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়। সংযোজনগুলোর মধ্যে ব্যাসেল-৩ কাঠামো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পেমেন্ট সিস্টেম ও ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার সংক্রান্ত প্রবিধি গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলী রেজা ইফতেখার এবং বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান সেলিম আর. এফ. হোসেন প্রতিবেদনটির উপর মতামত প্রদান করেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

চিঠি লেখার দিনগুলি

মকবুল হোসেন সজল

বাংলাদেশ ডাকঘরের একটা শ্লোগান ছিল 'চিঠি লিখুন, কেননা এটা স্থায়ী'। কথাটায় যে সত্যতা আছে তা চিরন্তন। আমরা সামনাসামনি বা টেলিফোনে যে কথা বলি তার সবই প্রায় ক্ষণস্থায়ী; সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। আর চিঠি চিরদিনের মতো থেকে যায়। চিরকাল কথা বলে চিঠি। জীবনের যেকোনো সময়ে দৈনন্দিন কাজের মাঝে একঘেয়েমি যখন সঙ্গী হয় তখন প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া পুরনো চিঠিগুলো বন্ধু হয়ে নতুন করে কথা বলে। পুরাতন দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। পুরাতন সম্পর্কের মূর্ছনায় আবারও মন ভরে ওঠে। অনেক টানাপোড়েনের সময়ও পুরোনো চিঠি ক্ষত সারিয়ে মনকে ভালো করে দেয়।

চিঠির কথা মনে হতেই জগন্ময় মিত্রের 'যত লিখে যাই তবু না ফুরায়, চিঠিতো হয়না শেষ' এই অমর গানটির কথা মনে পড়ে যায়। এই গানটি বাঙালিরা অশ্রুভরা নয়নে বহুকাল শুনেছে এবং এখনও শোনে। সত্যি জীবন ফুরায় কিন্তু কথা ফুরায়না। মানুষ কথা বলে। বলতেই থাকে। সারাদিন কথা বলে, রাতভর কথা বলে। কথা বলে মুখোমুখি বসে ; কথা বলে ফোনে, ই-মেইলে বা ফেসবুকে। অফুরন্ত এই কথামালাকে জন থেকে জনে, মন থেকে মনে পৌঁছাতে একসময় বিশাল ভূমিকা রাখত ব্যক্তিগত চিঠি; যা এখন বিলীয়মান।

চিঠি হলো নিভৃতের সৃষ্টি। এটি কেবল মুখের কথা নয়, মনের ভাবটুকুও ধরে রাখে। চিঠি শুধু খবর দেয়া-নেয়া করেনা, ভাব ও ভাবনাটুকু বহন করে আর ফাঁকে ফাঁকে কাজের কথাটুকু ঢুকিয়ে দেয়। চিঠি লিখে কিছুটা সময় একান্ত নিজের করে পাওয়া যায়। চিঠি পড়ে দুটো চারটে কথাকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়, তার মধ্যে যতটুকু যা আছে তা নিঃশেষ করে ভোগ করা যায়। অত্যন্ত নিবিড় ও অন্তরের কথা বলা যায় চিঠি দিয়ে। মুখোমুখি বা ফোনে যে কথা বলা যায়না তা চিঠির মাধ্যমে অনায়াসেই বলা যায়। চিঠিতে নৈকট্যের উষ্ণতা না থাকলেও

সম্পর্ক স্থাপন ও জোরালো করায় এর ভূমিকা অনেক বেশি। আজকাল চিঠির জায়গা দখল করেছে মোবাইল বা মুঠোফোন। ই-মেইল ও ফেসবুকও দখলদার হিসেবে অভিযুক্ত। কিন্তু ই-মেইল, ফেসবুক বা মুঠোফোন কোনোটিই চিঠির পরিপূর্ণ বিকল্প নয়।

সত্তর, আশি বা নব্বই দশক ব্যক্তিগত চিঠি লেখালেখির স্বর্ণযুগ ছিল। তখন মনের সব কথাই যেন চিঠিতে বলা হতো। কেউ গুছিয়ে কাজের কথা লিখত, কেউ তার সাথে পরিবারের সাম্প্রতিক নানা খবর জুড়ে দিত; কেউবা আবার ব্যতিক্রমী দু'একটি ঘটনা বা অভিজ্ঞতার কথাও লিখত তার সঙ্গে। এছাড়া কেউ আবার চারপাশের প্রকৃতি ও মানুষের কথা জুড়ে দিয়ে চিঠিকে সরস করে তুলত। ঐ সময় চিঠির একটা বড় অংশ ছিল প্রেমপত্র; যার কোনোটি জুড়ে ছিল নতুন প্রেমের মাদকতা, কোনোটিতে আবার ব্যর্থ প্রেমের হাহাকার। নীল খামের চিঠি, সুগন্ধি কাগজ আর স্মৃতিচিহ্ন দেয়া চিঠির ছিল আলাদা কদর। সে সময় যারা প্রেমে পড়েছেন তাঁরাই জানেন প্রেমপত্রের মহিমা কতখানি ! হৃদয়ের সবগুলো অনুভূতির শুদ্ধতম প্রকাশ ঘটত এক একটা প্রেমপত্রে। বহুদিন আগে যাঁরা সম্পর্ক গড়েছিলেন, যাঁদের প্রেমের স্মৃতি ঘষা কাচের ওপাশের ছবির মতো অস্পষ্ট তাঁদের মাঝেও প্রেমপত্র বর্ণিল ও শিহরণময় অনুভূতি জাগাতো।

আশি ও নব্বইয়ের দশক ছিল আমাদের চিঠি লেখালেখির দারুণ সময়। প্রথম প্রথম চিঠি লিখতাম বাবার কাছে। সেটা ছিল 'টাকা চাহিয়া পিতার কাছে পুত্রের পত্র' জাতীয় চিঠি। রাজধানী থেকে বড় বোনের কাছে চিঠি লিখতাম মাঝেমধ্যে। সেই চিঠির শেষ অংশে অনেক সময় লিখতাম 'ইতি– হতভাগ্য ছোট ভাই'। এই 'হতভাগ্য' শব্দটি কেন লিখতাম তা এখন বোধগম্য নয়। গ্রামে বা অন্য শহরে অবস্থানরত বাল্যবন্ধুদের কাছেও অনেক চিঠি লিখেছি। পড়াশোনা, পরীক্ষা, পাশের বাড়ির ছেলেমেয়ে, মঞ্চনাটক, সিনেমা ইত্যাদি হরেক রকম বিষয়বস্তুর পাশাপাশি পরেরবার গ্রামে গিয়ে কার বাড়ির গাছের ডাব, কলা, আম, শসা ইত্যাদি চুরি করা হবে সে বিষয়গুলোও স্থান পেতো ঐসব চিঠিতে।

আশির দশকের শেষ প্রান্তে এসে চিঠি লেখালেখির জন্য সাপ্তাহিক বিচিত্রার শরণাপন্ন হলাম চার বন্ধু মিলে। পত্রমিতালি বিভাগে বিজ্ঞাপন দিলাম 'যাকে ইচ্ছে লিখ'। শুরু হলো চিঠি লেখার নতুন অধ্যায়। কত ধরনের চিঠি যে পেতাম তার হিসেব নেই। কারো বন্ধু হবার প্রস্তাব, কারো দেখা করার প্রস্তাব, কারো আবার প্রেমিক হবার প্রস্তাব। দক্ষিণবঙ্গের এক মেয়ে লিখল 'আমাকে বিয়ে করে অশেষ সওয়াব হাসিল করুন'। এই অদ্ভুত চিঠির জবাব আমি দিতে পারিনি। তবে অনেক অনেক চিঠির জবাব লিখতে হয়েছে। চিঠি লিখতে লিখতে এক পর্যায়ে চিঠিতেই সুন্দর মনের নাগাল পেলাম। মনের মানুষ না হোক মনমতো মানুষ পেয়ে গেলাম একাধিক। শেষমেষ জাহাঙ্গীরনগরের নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের একজন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল বর্ধিত ভবনের একজনের সাথে দীর্ঘদিন চলল মধুর পত্রমিতালি। কত কত যে চিঠি, কত দীর্ঘ যে চিঠি। একটা চিঠি লিখেই প্রতীক্ষায় থাকতাম কখন উত্তর আসবে। উত্তর পেয়েই আবার লিখতে বসতাম। চিঠি লিখতে লিখতে মনে হতো হয়তো প্রেমে পড়ে গেছি। চিঠি পেতে দেরি হলে অথবা ডাকপিয়ন চিঠি না দিয়ে ফিরে গেলে কি যে কষ্ট হতো। সে সময়কার এক একটি চিঠি মানে এক একটি আনন্দময় দিন, স্বপ্নময় দিন। চিঠির শব্দগুলো চারপাশের ক্লেদাক্ত সময়কে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরস্পরের স্বপ্নকে তিল তিল করে গড়ে তুলত; সেই স্বপ্নকে অদৃশ্য আঠায় জোড়া দেয়ার যে আনন্দ, সে আনন্দের প্রকাশ আজকালকার কোনো মাধ্যমেই তেমন নেই। সেসময়ে প্রতিটি চিঠির সাথে জড়িয়ে থাকত নিজেকে আলাদা করে আবিষ্কারের আনন্দ। এক একটা চিঠি একেকটা সম্পর্ককে নিজস্বতা দিত; যার আস্বাদ পেতাম দুধারের দুজন মানুষ। চিঠির প্রতিটি বর্ণ বা অক্ষর পরস্পরের উদ্দেশ্যে ছুটে আসত অনেক অনেক কিছু নিয়ে। চিঠির নির্মাতা হিসেবে নিজের মনের মতো করে তাকে নির্মাণ করতাম। এভাবে সাদা কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে যে যৌথ স্বপ্নের নির্মাণ এবং এই নির্মাণের মধ্য দিয়ে একজনের কাছে অন্যজনের যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা, একান্তই কাছের হয়ে ওঠা -তার কোনো জুড়ি নেই।

নব্বই দশকের শুরুর দিকে স্ত্রীকে লেখার মধ্য দিয়ে পত্রমিতা অধ্যায়ের অবসান ঘটল। শুরু হলো চিঠি লেখার শেষ অধ্যায়। এবারে মনের মানুষকে চিঠি লেখা। সুচরিতা থেকে প্রিয়তমা, সুচরিতাষু থেকে প্রিয়তমেষু। এবারের চিঠিতে তিনশত কি.মি. দূরে অবস্থানরত একান্ত কাছের মানুষের উদ্দেশ্যে গোপনতম অনুভূতিগুলো রাত জেগে জেগে একটু একটু করে সৃষ্টি করে যাওয়া; এ যেন এক-একটি ব্যক্তিগত তাজমহল তৈরি করা। ভালোলাগা-ভালোবাসা, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্তরঙ্গ আলাপ, স্পর্শের অনুভূতি অথবা পারিপার্শ্বিক বিস্ময়ের মাঝে চেতনাবোধ সম্বলিত প্রতিটি চিঠি মনের ভেতর একান্ত আলাদা জায়গা করে নিত। চিঠির অপেক্ষায় থাকা, চিঠি পড়া, চিঠি লেখা বা চিঠির জবাব দেয়ায় যে ভালো লাগা, যে সুখানুভূতি ছিল তা এখন লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। চিঠি নামের ঐ তাজমহল তৈরির অনুভূতি এখনো আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

> *সেসময়ে প্রতিটি চিঠির সাথে জড়িয়ে থাকত নিজেকে আলাদা করে আবিষ্কারের আনন্দ। এক একটা চিঠি একেকটা সম্পর্ককে নিজস্বতা দিত, যার আস্বাদ পেতাম দুধারের দুজন মানুষ*

'৮৮ থেকে '৯২ আমার ব্যক্তিগত চিঠি লেখার সেই সোনালি সময়ের প্রথমার্ধের প্রাপকরা আজ কে কোথায় তা জানা নেই। তবে পত্রমিতাদের অমূল্য উপহারস্বরূপ প্রতিটি পত্রের, যে লেখা আমার প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতো, মনের ছটফটানি থামাতো সেই পত্রমালা আমি এখনো যত্ন করে রেখেছি। অন্যদিকে শেষার্ধের প্রাপক আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর কল্যাণে তাঁকে লেখা এবং তাঁর লেখা সবই আমার সংরক্ষণে। ট্রাঙ্কে ন্যাপথলিন মোড়ানো শীতের কাপড়ের মতো অতি যতনে রাখা আছে। স্মৃতির মণিমালায় আমি এখনো সুযোগ পেলেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। অবসরে নাড়াচাড়া করি প্রতিটি চিঠি, প্রতিটি লাইন পড়ি মুগ্ধ হয়ে। আমার স্মৃতির গ্রামোফোনে গান হয়ে বাজে, ছবি হয়ে ভাসে। আমি ফিরে যাই সেই সোনালি সময়ে। সেই কাকডাকা ভোর, স্নিগ্ধ সকাল, খটখটে দুপুর, মিষ্টি বিকেল, জোছনাস্নাত রাতে আমি ফিরে যাই। আমি দেখতে পাই আকাশ জোড়া মেঘ, কুয়াশা ঢাকা সকাল, কৃষ্ণচূড়ায় এলিয়ে পড়া বিকেল, জোনাক জ্বলা রাত। দেখি আশির দশকের স্বৈরশাসক, উত্তাল রাজপথ, মিটিং, মিছিল, গুলিতে ঝড়ে যাওয়া তাজা প্রাণ। আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবল উন্মাদনার সাথে দেখতে পাই বিশ্বকাপের ম্যারাডোনা, গুলিত, লিনেকার, কারেকা, ব্যাজিও ও মিলারকে।

মনে পড়ে অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, দক্ষিণাঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় ও দেশব্যাপী আটাশির মহাপ্লাবনের কথা। দেখতে পাই আরিচা-নগরবাড়ি ফেরি পারাপার ও উত্তরাঞ্চলের অনাহারি মানুষ। স্মৃতির আয়নায় ভেসে উঠে সে সময়ের টিএসসি, ডাকসু, অপরাজেয় বাংলা, শহিদ মিনার, প্রভাত ফেরি, বাংলা একাডেমি, বইমেলা, বেইলি রোডের মঞ্চনাটক, টিভি সিরিয়াল ও মধুমিতা-বলাকায় প্রদর্শিত বিখ্যাত সব বাংলা বা ইংরেজি ছবি। সর্বোপরি অনুভব করি তখনকার অফিস-বাসা. কাজ-অবসর, দিন-রাত, ঘুম-জাগরণ, নিঃসঙ্গতা-শূন্যতা, ব্যর্থতা-সফলতা সবকিছু। তাইতো নওয়াব ফয়জুন্নেসা হল ও রোকেয়া হল থেকে উড়ে আসা বা ৩০০ কি.মি. দূর থেকে ভেসে আসা চিঠি নামের সেই সবার চেয়ে দামি স্মৃতির মণিমালা আমি আজীবন রাখতে চাই যতন করে। প্রিয় ও প্রিয়তম মানুষের হারানো দিনের কথামালায় অবগাহন করে মনে করতে চাই সেদিনের সব কথা, সব সুর, সব গান। রবি ঠাকুরের আদলে চিরদিনই গাইতে চাই 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলোনা সেই যে আমার চিঠি লেখার দিনগুলি'।

■ *লেখক: জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোহাম্মদ মুনির

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/৬/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/৬/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ তোফাজল হোসেন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১৯/৫/২০১৫
মতিঝিল অফিস

আবু জাফর মোঃ আনোয়ারুল হক

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৬/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ নূরুল ইসলাম-৪

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৭/৯/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ১৩/৬/২০১৫
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ আলমগীর

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/১১/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৬/৩/২০১৫
মতিঝিল অফিস

এস. এম. সুজাবত আলী

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৬/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৬/২০১৫
খুলনা অফিস

২০১৫ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

মায়িশা সামিহা
সরকারি পি.এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ মমতাজ পারভীন
পিতা: মোঃ মাহতাব উদ্দিন
(জেএম, রাজশাহী অফিস)

আয়েশা সিদ্দিকা স্মরণী
সরকারি পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শেফালী বেগম
পিতা: মোঃ আখতার হোসেন
(জেএম, রাজশাহী অফিস)

মেহরিয়ার মাহমুদ সজল
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ মাহবুবা সুলতানা
পিতা: শাহ মোহাম্মদ
(জেএম, রাজশাহী অফিস)

ফাহরিয়ার মাহমুদ কমল
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ মাহবুবা সুলতানা
পিতা: শাহ মোহাম্মদ
(জেএম, রাজশাহী অফিস)

ফারজানা ইয়াসমিন (বর্ণা)
সরকারি পি. এন. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আকতারী জাহান
পিতা: মোঃ বদর উদ্দিন
(ডিডি, রাজশাহী অফিস)

শেখ মোঃ রুহুল আমিন
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ রাজিয়া সুলতানা
পিতা: মোঃ ছায়েম উদ্দিন সেখ
(এএম, রাজশাহী অফিস)

মোঃ ওয়াসিত হোসেন ঈশিক
গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, রাজশাহী (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ লায়লা জেসমিন বানু
পিতা: মোঃ আফজাল হোসেন মোল্যা
(এএম, রাজশাহী অফিস)

দেবশ্রী রায়
রংপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

মাতা: রবিতা রায়
পিতা: পরিমল চন্দ্র রায়
(জেডি, রংপুর অফিস)

এ. বি. এম. আছিবুল করিম
খুলনা পাবলিক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রুমা খাতুন
পিতা: এ. বি. এম. মনজুর করিম
(ডিএম, খুলনা অফিস)

সুমাইয়া রহমান রাখী
খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রেবেকা খানম
পিতা: মোঃ মুজিবুর রহমান
(জেডি, খুলনা অফিস)

ফারহানা আবেদীন জয়া
সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফাহিমা খাতুন
(ডিএম, খুলনা অফিস)
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
(ডিএম, খুলনা অফিস)

ইশরাত জাহান
নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা বেগম
পিতা: আহসান উল্লাহ
(জেডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

২০১৫ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

সুস্মিতা সরকার (প্রতিভা)
বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (ভিএম)

মাতা: রীতা মজুমদার
পিতা: স্বদেশ চন্দ্র সরকার
(জেএম, বগুড়া অফিস)

সাদিয়া নওশীন
বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (ভিএম)

মাতা: মোছাঃ নুরজাহান বেগম
পিতা: মোঃ মোখলেছার রহমান
(এএম, বগুড়া অফিস)

মোঃ এম. এন. আজিম
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া

মাতা: নিহার হাসনে আরা
পিতা: মোঃ হেমায়েত মোস্তফা
(ডিএম, বগুড়া অফিস)

সামিন তাসনিয়া
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মরিয়ম আক্তার
পিতা: ফিরোজ মোঃ কামাল হাসান
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

মুনতাসির আহমেদ চৌধুরী
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সুলতানা পারভীন
পিতা: মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

সুমাইয়া রেজা
সেন্ট যোসেফস্ উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা
পিতা: মোঃ রেজাউল করিম
(সিনিঃ সি.টি., এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

অনন্য সিদ্দিকী
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আকতার পারভীন সিদ্দিকী
পিতা: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান মোল্লা
(জেডি, ডিএমডি, প্র.কা.)

নোশিন নাওয়ার
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: শামিমা সুলতানা
পিতা: মোঃ আব্দুল হাকিম
(ডিজিএম, এসিএফআইডি, প্র.কা.)

মোঃ জামিউল হক দীপ্ত
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মমতাজ হক
পিতা: মোঃ মন্‌জুরুল হক
(ডিজিএম, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.)

নাঈমা তাসনিম তুলি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফেরদৌসী আক্তার
পিতা: মোঃ আখতার হোসেন-৩
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

খালেদা আক্তার
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রহিমা বেগম
পিতা: ফয়েজ আহম্মদ
(১ম সি.টি., এসএমডি, প্র.কা.)

উম্মে তাসনিম সুলতানা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নিলুফার জাহান
পিতা: মোঃ এস. এম. সরোয়ার আলম
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

মোহাম্মদ মোসাদ্‌দিক রহমান
এ. কে. স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দনিয়া (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাবিকুন নাহার
পিতা: মোঃ মতিউর রহমান
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

তাসনিম রহমান মীম
এ. কে. স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দনিয়া (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাবিকুন নাহার
পিতা: মোঃ মতিউর রহমান
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

প্রমী শংকর কুন্ডু
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সরস্বতী রানী সাধু
পিতা: মনি শংকর কুন্ডু
(জেডি, এফইওডি, প্র.কা.)

স্বপ্নীল দে
ময়মনসিংহ জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: তৃষ্ণা দে
পিতা: রনু চন্দ্র দে
(জেএম, ময়মনসিংহ অফিস)

মোঃ শহিদুজ্জামান
বি. টি. সি. এল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হাসি বেগম
পিতা: মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
(সিনিঃ সি.টি., বরিশাল অফিস)

মীর মশিউর রহমান
বরিশাল জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: লাকী বেগম
(ডিএম, বরিশাল অফিস)
পিতা: মোঃ মোতালেব হোসেন

ভিনদেশি পাখি পোষা

মানুষের মৌলিক চাহিদা বলতে যতগুলো বিষয় রয়েছে তার সাথে মানসিক প্রশান্তিটাকেও যোগ করা যেতেই পারে। কেননা মনের প্রশান্তিই শরীরকে চাঙ্গা রাখে, মানুষের কর্মস্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। ইট, কাঠ, কংক্রিটের শহুরে যান্ত্রিক জীবন থেকে মানব মন কখনো কখনো হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। তাইতো প্রশান্তি খুঁজতে মানুষ শত কর্মব্যস্ততার ফাঁকেও অন্য কিছু করার চেষ্টা করে। কেউ ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, কেউ ফুল ও ফলের বাগান করেন, কেউ অ্যাকুরিয়ামে মাছ চাষ করেন আবার কেউ ঘরের ছাদে অথবা বারান্দায় কবুতর পালন করেন। তেমনি শখের বশে ঘরের বারান্দায় খাঁচায় পাখি পালন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সচিবালয়ের অফিসার মোঃ আজিজুল হক। তিনি পাখি পোষা শুরু করেন প্রায় ১৫ বছর আগে। অবসর সময় কাটানোর জন্য বিদেশি পাখি পোষার শখ পেয়ে বসে তাঁকে। আজিজুল হকের সংগ্রহে যেসমস্ত পাখি আছে সেগুলো আমাদের দেশি পাখি নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বন-জঙ্গলের পাখি। যেসব পাখি পৃথিবী থেকে প্রায় বিলুপ্তির পথে অথবা যে পাখিগুলো বনে আর দেখা যায় না, এরকম পাখি সংগ্রহে রাখাই তাঁর শখ।

আজিজুল হক ফিঞ্চ প্রজাতির পাখি সংগ্রহে রাখতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। ফিঞ্চ আকারে ছোট আর দেখতেও অনেক সুন্দর। আকারে ছোট হওয়ার কারণে বেশি বড় খাঁচারও প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন রং আর বৈচিত্র্যের পাখির কিচিরমিচির শব্দে মুখরিত হয় পরিবেশ। তবে কিছু পাখি আছে যেগুলো অনেক শব্দ করে ডাকে যেমন- লাভবার্ড, বাজরিগার ইত্যাদি। তিনি যখন প্রথম পাখি পোষা শুরু করেন তখন লাভবার্ড ও বাজরিগার পুষতেন। তাঁর বারান্দায় ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের Java Sparrow, অস্ট্রেলিয়ার Gouldian Finch, Diamond Dove, Zebra Finch, Owl Finch (দেখতে অনেকটা পেঁচার মতো) ইত্যাদি প্রজাতির পাখি আছে। পাখিগুলোকে প্রতিটি আলাদা খাঁচায় জোড়ায় জোড়ায় রাখতে হয়। এরা আমাদের দেশি খাবার যেমন কাওন, চীনা, ছোট ধান খেতে পছন্দ করে। পাখিগুলো নিয়মিত ব্রিডিং (প্রজনন) করে যাচ্ছে। প্রতি জোড়া পাখি ৫-৭টি করে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর ডিমে বসে তা দিতে থাকে। তা দেয়া শেষ হলে নির্দিষ্ট সময় পর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে। বাচ্চাগুলো নিজেরা খাওয়া শিখলে বাবা-মার থেকে আলাদা করে অন্য খাঁচায় রাখতে হয়। প্রজাতি ভেদে বাচ্চাগুলো ৬-১২ মাস পর পূর্ণবয়স্ক হয় এবং এদের পুরুষ স্ত্রী নির্বাচন করে জোড়া করে দিলে একইভাবে ব্রিডিং করে।

বিদেশি পাখি পালন করে বাংলাদেশে অনেক বেকার যুবক বেকারত্ব ঘুচিয়েছে। কারণ এটা শুধু শখ নয়, এর থেকে উপার্জন করাও সম্ভব। ঢাকায় কাঁটাবন, গুলিস্তানসহ অনেক জায়গায় বিদেশি পাখি বেচাকেনা হয়।

পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয় যে, বনের পাখিকে খাঁচায় বন্দি করা কারোরই পছন্দ নয়। আমরা যে পাখি নিয়ে আলোচনা করেছি তাদের জন্ম হাইব্রিড পদ্ধতিতে এবং বেড়ে ওঠাও খাঁচার মধ্যেই। খাঁচার অপরিসর জায়গায় এই ভিনদেশি পাখির জীবনচক্র বয়ে চলে। খাঁচা ভিন্ন এই পাখির জীবনযাপন সম্ভব নয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

গোল্ডেন ফিঞ্চ

সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রজাতির ঘুঘু ডায়মন্ড ডোভ

সাদা জাভা স্প্যারো

ব্ল্যাক জাভা স্প্যারো

আউল ফিঞ্চ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।